ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

২ নভেম্বর ২০১৩[১]

[১] ঈষৎ পরিমার্জিত সংস্করণ, ৩০ জানুয়ারি ২০১৪ (প্রথম প্রকাশ ২ নভেম্বর ২০১৩)।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহ্জাদা এম আকরাম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

প্রতিবেদন পর্যালোচনা
রেজাউল করিম, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*
দিপু রায়, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
নীনা শামসুন নাহার, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা সহযোগী
মোহাম্মদ নূর হোসেন সিদ্দিকী, *রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য মোহাম্মদ নূর হোসেন সিদ্দিকীর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের ওয়াহিদ আলম, রেজাউল করিম ও দিপু রায় এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। গবেষণায় অন্যান্য যারা বিশেষ সহায়তা দিয়েছেন তারা হলেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের নাজমুল হুদা মিনা; আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের মীর আহসান হাবীব, খালেদা আক্তার, বরকত উল্লাহ বাবু; সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের মো. রিয়াজ উদ্দীন খান, মো. হাসান আলী, মোহাম্মদ আবদুল হান্নান আজাদ এবং মো. মনিরুল ইসলাম। তাদের সকলের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮-০২-৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org, neena@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	
অধ্যায় এক	৭ -৯
ভূমিকা	**৭**
১.১ প্রেক্ষাপট	৭
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা	৮
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি	৮
১.৪ গবেষণা পদ্ধতি	৮
১.৪.১ তথ্যের উৎস	৮
১.৪.২ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	৮
১.৫ গবেষণার সময়	৯
১.৬ প্রতিবেদন কাঠামো	৯
অধ্যায় দুই	১০-১৭
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য	**১০**
২.১ ভূমিকা	১০
২.২ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, যৌক্তিকতা ও বৈশিষ্ট্য	১০
২.৩ কর্মসূচির বাস্তবায়ন কার্যক্রম	১০
২.৪ কর্মসূচির পরিচালনা কাঠামো ও কর্মপরিধি	১১
২.৫ সুবিধাভোগী নির্বাচন ও সংযুক্তি প্রক্রিয়া	১১
২.৬ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১২
২.৭ অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৩
২.৮ সুবিধাভোগীদের লিঙ্গভেদে হার	১৩
২.৯ মৌলিক প্রশিক্ষণ	১৪
২.১০ সুবিধাভোগীদের সেবার ক্ষেত্রসমূহ	১৪
২.১১ সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব	১৫
২.১২ খাতওয়ারি কর্মসংস্থানের হার	১৫
২.১৩ নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাদি	১৬
২.১৪ অস্থায়ী সংযুক্তি শেষে একজন যুব/যুব মহিলা প্রাপ্যতা	১৬
২.১৫ কর্মসূচির বাজেট	১৬
২.১৬ কর্মসূচির তদারকি কাঠামো	১৭
২.১৭ কর্মসূচির মূল্যায়ন প্রতিবেদন	১৭
অধ্যায় তিন	১৮-২৯
কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র	**১৮**
৩.১ কর্মসূচির পরিকল্পনায় সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি	১৮
ক) কর্মসূচির পরিকল্পনায় সীমাবদ্ধতা	১৮
খ) কর্মসূচির পরিকল্পনায় অনিয়ম ও দুর্নীতি	২০
৩.২ সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া	২১
ক) সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা	২১
খ) সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি	২১
৩.৩ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রক্রিয়া	২২
ক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা	২২
খ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি	২৩

৩.৪ নিয়োগ প্রক্রিয়া ২৪
ক) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা ২৪
খ) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি ২৪
৩.৫ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ২৪
ক) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা ২৪
খ) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি ২৫
৩.৬ আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি ২৭
৩.৭ বাস্তবায়নে অংশীজনের অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র ও ধরন ২৮
৩.৮ কর্মসূচিতে অনিয়মের কারণ, ফলাফলের ক্ষেত্র এবং প্রভাব ২৯

অধ্যায় চার ৩০-৩২
উপসংহার ও সুপারিশ **৩০**
৪.১ কর্মসূচি সম্পর্কে সার্বিক পর্যবেক্ষণ ৩০
৪.২ সুপারিশ ৩০
ক. কর্মসূচি পরিকল্পনা সংক্রান্ত ৩০
খ. কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ৩১

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ৩৩

সারণির তালিকা

সারণি ১.১: বিগত কয়েক বছরের বেকারত্বের হার ৭
সারণি ১.২: প্রাথমিক তথ্যের উৎস ৯

চিত্রের তালিকা

চিত্র ২.১: কর্মসূচির পরিচালনা কাঠামো ও কর্মপরিধি ১১
চিত্র ২.২: সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া ১২
চিত্র ২.৩: সুবিধাভোগীদের জেলাভিত্তিক বণ্টন ১২
চিত্র ২.৪: সুবিধাভোগীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বণ্টন ১৩
চিত্র ২.৫: কর্মসংস্থানের লিঙ্গভিত্তিক বণ্টন ১৩
চিত্র ২.৬: প্রশিক্ষণ মডিউলের বিষয় ১৪
চিত্র ২.৭ : কর্মসংস্থানের খাতভিত্তিক বণ্টন ১৫
চিত্র ২.৮: আর্থিক বিষয়াবলী ১৬
চিত্র ২.৯: কর্মসূচির বরাদ্দের খাতভিত্তিক ব্যয় ১৬
চিত্র ২.১০: কর্মসূচির তদারকি কাঠামো ১৭
চিত্র ৩.১: দারিদ্র্য মানচিত্র ২০
চিত্র ৩.২: যোগ্যতার শর্তাবলী লঙ্ঘন ২১
চিত্র ৩.৩: সরকারি প্রতিষ্ঠানে সেবা না দিয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি ২৬
চিত্র ৩.৪: নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ লেনদেন ও পরিমাণ (টাকা) ২৭
চিত্র ৩.৫: বাস্তবায়নে অংশীজনের অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র ও ধরন ২৮
চিত্র ৩.৬: অনিয়মের কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ ২৯
চিত্র ৪.১: মধুরিমা: যুবদের সম্মিলিত উদ্যোগে করা সমিতির দোকান ৩০

বক্সের তালিকা

বক্স ১: কর্মসূচির অর্থায়নে পরিবর্তন ও সম্প্রসারিত কার্যক্রম বিলম্বিত ১৯
বক্স ২: নীতিমালার অভাবে অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ ২২
বক্স ৩: জননিরাপত্তা খাতে কাজের অভিজ্ঞতা: 'বিপদ দেখলে লুকিয়ে পড়বে' ২৩
বক্স ৪: প্রকৃত বেকাররা কি সুযোগ পেয়েছে? ২৪
বক্স ৫: ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মীর শিক্ষাদান পদ্ধতি ও নিয়মিত শিক্ষকের আচরণ ২৬
বক্স ৬: যৌতুক বৃদ্ধি ২৮

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে টিআইবি।

সরকার মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত অঙ্গীকারের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে এ কর্মসূচিকে পর্যায়ক্রমে সকল জেলায় সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

পাইলটিং কর্মসূচি হিসেবে 'ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি' চালু হওয়ার পর তিনটি জেলা কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জে ব্যাপক সংখ্যক যুবদের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পরবর্তীতে এ কর্মসূচি রংপুর বিভাগের ৭টি জেলার ৮টি উপজেলায় শুরু করা হয়। কর্মসূচি চালু হওয়ার পর থেকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন সত্ত্বেও গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনে পাইলটিং কর্মসূচির কার্যক্রমে নানা ধরনের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির চিত্র উঠে এসেছে। তবে এ কর্মসূচিতে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ওপর বিস্তারিত গবেষণার অভাব লক্ষ করা যায়। এই প্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যেখানে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি'তে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করা হয়েছে।

টিআইবি'র গবেষক নীনা শামসুন নাহার এ গবেষণাটির পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে তাকে সহায়তা দিয়েছেন মোহাম্মদ নূর হোসেন সিদ্দিকী। এছাড়াও টিআইবি'র গবেষণা বিভাগের পরিচালকসহ অন্যান্য সহকর্মী মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

টিআইবি'র অন্যান্য গবেষণার মতো শুরু থেকেই এ গবেষণায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস ছিল, তাতে করে এ কর্মসূচিটি সম্পর্কে তাদের মূল্যবান মতামত পাওয়া গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের মতামত নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। টিআইবি'র পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

গবেষণা সম্পাদনে টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ও উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. সুমাইয়া খায়ের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা আশা করি এই প্রতিবেদনের উপস্থাপিত তথ্য ও বিশ্লেষণ কর্মসূচিটির পরিকল্পনা প্রণয়নে সমস্যা, কর্মসূচি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সমস্যা ও অনিয়ম সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে সক্ষম হবে এবং বিদ্যমান সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য দিক-নির্দেশনা দিতে সাহায্য করবে।

এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে যেকোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

জাতীয় যুবনীতি ২০০৩-এ বর্ণিত সংজ্ঞা অনুসারে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ যুব[২] শ্রেণিভুক্ত। জাতীয় যুবনীতির মূল লক্ষ্য যুবদের জন্য উপযুক্ত উৎপাদনমুখী বাস্তব শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান, নেতৃত্বসহ বিভিন্ন গুণাবলীর বিকাশ সাধনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা, এবং সুসংগঠিত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করার জন্য যুবদের মধ্যে গঠনমূলক মানসিকতা তৈরীসহ জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে উজ্জীবিত করে সুনাগরিকের দায়িত্ব সম্পন্ন সুশৃঙ্খল, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক কর্মীবাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা।' জাতীয় যুবনীতিতে কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান প্রাপ্তিতে যুবদের সুযোগ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, এবং এর ভিত্তিতে যুবদের জন্য আত্মকর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ সুবিধা দেশের সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। যুব কর্মসূচি গ্রহণের সময় দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী, সুবিধাবঞ্চিত ও বেকার যুবদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার লক্ষ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।

লেবার ফোর্স সার্ভে (২০১০) অনুসারে ২০১০ সালে ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে বাংলাদেশে শ্রমশক্তি ছিল ৫.৬৭ কোটি, যাদের মধ্যে কর্মসংস্থান ছিল এমন ব্যক্তির সংখ্যা ৫.৪১ কোটি ও বেকার ২৬ লক্ষ, এবং বেকারত্বের হার ছিল ৪.৫%, ২০১২ সালে যা ছিল ৫%। বেকারত্বের হার ৫ শতাংশ হলেও বাংলাদেশে আংশিক এবং ছদ্ম বেকারত্ব রয়েছে। আইএলও'র প্রতিবেদন অনুসারে এ ধরনের বেকারত্বের হার ৩০% এবং বাংলাদেশের বেকারত্ব যে হারে বাড়ছে, শ্রমশক্তি সে হারে বাড়ছে না।[৩] এ কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বেকারত্বের সমস্যা একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। দেশের যুব শ্রমশক্তির[৪] মধ্যে এই সমস্যা অপেক্ষাকৃত প্রকট।

সারণি ১.১: বিগত কয়েক বছরের বেকারত্বের হার

অর্থবছর	শ্রমশক্তি (১৫ বছর+)	কর্মসংস্থান	বেকারত্ব	বেকারত্বের হার
২০০৩	৪.৬৩ কোটি	৪.৪৩ কোটি	২০ লক্ষ	৪.৩%
২০০৭	৪.৯৫ কোটি	৪.৭৪ কোটি	২১ লক্ষ	৪.৩%
২০১০	৫.৬৭ কোটি	৫.৪১ কোটি	২৬ লক্ষ	৪.৫%
২০১২	-	-	-	৫%
সূত্রঃ লেবার ফোর্স সার্ভে, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস (বিবিএস) ও দি ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্ট বুক ২০১২				

এই পরিপ্রেক্ষিতে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বর্তমান সরকার গঠনকারী দলের নির্বাচনী ইশতেহারে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নতুন প্রজন্মের যুব সমাজকে দুই বৎসর মেয়াদে ন্যাশনাল সার্ভিস-এ নিযুক্ত করার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়।[৫] এই অঙ্গীকারের ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারেও এই কর্মসূচিকে পর্যায়ক্রমে সকল জেলায় সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।[৬] বর্তমানে মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব অধিদপ্তর এই কর্মসূচির বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। কর্মসূচিটির পাইলটিং ২০০৯-১০ অর্থবছরে অনুমোদন লাভ করে। ২০১৩ সালের ৩১ অক্টোবর এই পাইলটিং কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।[৭] পাইলটিংয়ের জন্যে তিনটি জেলা - কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ নির্বাচন করা হয়।

[২] ১৮-৩৫ বছরের বয়সসীমার মধ্যে নারী -পুরুষ নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী নাগরিক যুব বলে গণ্য হবে।
[৩] http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/download/bangladesh.pdf
[৪] ১৫-৩৫ বছর বয়সী যুব শ্রমশক্তি (*প্রাগুক্ত*)।
[৫] নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০৮, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী *ইশতেহার, দিনবদলের সনদ*, অনুচ্ছেদ ১৪।
[৬] দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৪, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী *ইশতেহার, শান্তি গণতন্ত্র উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।*
[৭] বিস্তারিতঃ http:/www.moysports.gov.bd/policy-youth.html ।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সমাজের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ক্ষেত্র নিয়ে গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির ওপর এ গবেষণা পরিচালনা করে। এছাড়া এ কর্মসূচির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুবদের সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হলেও এটি বাস্তবায়নে নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা, সুশাসনের ঘাটতি, অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য পাওয়া যায়। কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ক গবেষণার অপর্যাপ্ততা রয়েছে। কর্মসূচির পাইলটিং পর্যায় চলাকালীন সরকারিভাবে করা মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দুর্নীতি ও অনিয়মের চিত্র উঠে আসেনি এবং সফলতা অর্জনে কী ধরনের বাধা রয়েছে তা পর্যালোচনা করা হয়নি। ফলে, গবেষণার মাধ্যমে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে চিহ্নিত সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও অন্যান্য বিদ্যমান সমস্যার প্রেক্ষিতে জনগুরুত্বপূর্ণ এই কর্মসূচিকে আরও দক্ষ, সফল ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য এক ধরনের মূল্যায়ন ও এ ধরনের কর্মসূচির ওপর ভবিষ্যত দিক-নির্দেশনা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি পাইলটিং-এর ক্ষেত্রে সৃষ্ট সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং মূল প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এসব সমস্যা থেকে কিভাবে উত্তরণ সম্ভব সে বিষয়ে সুপারিশ প্রস্তাব করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে, ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি পাইলটিং-এর ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, অনিয়মের ধরন ও ক্ষেত্র চিহ্নিত করা, সংশ্লিষ্ট অংশীজন সম্পর্কিত অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র ও ধরণ চিহ্নিত করা, সার্বিকভাবে অনিয়মের কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা এবং সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা। গবেষণায় কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, কর্মভাতা ও আর্থিক বিষয়াদি, সুবিধাভোগীদের ভূমিকা, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, অনিয়ম ও দুর্নীতি, কর্মসূচির অর্জন ও প্রভাব প্রভৃতি বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় মূলত গুণগত তথ্য ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাইলটিং কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত সবগুলো জেলার মোট **১৯টি** উপজেলার মধ্যে দৈবচয়নের ভিত্তিতে **১১টি** উপজেলা হতে চেকলিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এসব গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য নিবিড় সাক্ষাৎকার, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৪.১ তথ্যের উৎস

গবেষণায় প্রাথমিক ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যের প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং জেলা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়) কর্মকর্তা-কর্মচারী, পরামর্শক, সুবিধাভোগী, সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, অভিভাবক, সাংবাদিক ও সাধারণ জনগণ। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, কর্মসূচি সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রেকর্ড/আর্কাইভ হতে প্রাপ্ত কর্মসূচি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য[৮] ও প্রতিবেদন, বাজেট, গণমাধ্যম এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ।

১.৪.২ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহের জন্য যেসব কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে চেকলিস্ট ব্যবহার করে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, নিবিড় সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ (সারণি ১.২)। এছাড়া এ গবেষণায় কর্মসূচির আওতাভুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয় এবং প্রতিটি জেলার স্থানীয় জনগণ ও অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করা হয়।

---

[৮]তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ব্যবহার করে গবেষণা দলের পক্ষ থেকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

সারণি ১.২: প্রাথমিক তথ্যের উৎস

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্য সংগ্রহের টুল	তথ্যের উৎস	সংখ্যা
মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	চেকলিস্ট	▪ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং জেলা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, পরামর্শক, সুবিধাভোগী, সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাংবাদিক	৩৫ জন
দলীয় আলোচনা	চেকলিস্ট	▪ সুবিধাভোগী	৯টি (১২x ৯) ১০৮ জন
নিবিড় সাক্ষাৎকার	চেকলিস্ট	▪ অভিভাবক ▪ সুবিধাভোগী ▪ সাধারণ জনগণ	১৯ জন
সরেজমিন পর্যবেক্ষণ		▪ সংযুক্তি প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান	১০টি

১.৫ গবেষণার সময়

২০১৩ সালের এপ্রিল থেকে শুরু করে অক্টোবর পর্যন্ত এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

১.৬ প্রতিবেদন কাঠামো

এই প্রতিবেদনে মোট চারটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। সবশেষে, চতুর্থ অধ্যায়ে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য অর্জন, সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও বিদ্যমান সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য

২.১ ভূমিকা

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত ৯০টি কর্মসূচির মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী ও নতুন ধরনের কর্মসূচি। বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে এই কর্মসূচি নেওয়া হয় যা বিগত পাঁচটি অর্থবছরে[৯] সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মোট বরাদ্দের গড়ে ১%।

২.২ কর্মসূচির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, যৌক্তিকতা ও বৈশিষ্ট্য

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির নীতিমালা (২০১১) অনুসারে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা-সম্পন্ন ১৮-৩৫ বছর বয়সী আগ্রহী বেকার যুবক/যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।'

এ কর্মসূচির যৌক্তিকতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যুবসমাজ দেশের মূল্যবান সম্পদ, জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার হওয়ায় জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। জনসংখ্যার সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল ও উৎপাদনমুখী অংশ হচ্ছে যুবসমাজ। সুতরাং অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও সৃজনশীলতার আধার যুবসমাজকে সুসংগঠিত করে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ, সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান, কর্মোপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা প্রয়োজন।'

এ কর্মসূচির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবমহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এছাড়া এ কর্মসূচির আওতায় প্রবেশের যোগ্যতা হিসেবে সব অংশগ্রহণকারীকে ৩ (তিন) মাস মেয়াদি সুনির্দিষ্ট সিলেবাসে মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং সফলভাবে তা সমাপ্ত করতে হবে। ন্যাশনাল সার্ভিসে নিযুক্তির মেয়াদকাল সর্বোচ্চ দুই বছর। দুই বছর পূর্তির পূর্বে কেউ অন্যত্র চাকরিতে যোগদানের সুযোগ পেলে কর্মসূচি হতে অব্যাহতি নিতে পারবে।

২.৩ কর্মসূচির বাস্তবায়ন কার্যক্রম

কর্মসূচিটি ২০০৯ সালের ৫ অক্টোবর মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত হয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। এ কর্মসূচির অর্থায়ন জাতীয় রাজস্ব বাজেট থেকে করা হয়েছে। পাইলটিং কর্মসূচিটির উদ্বোধন হয়েছে ২০১০ সালে, কুড়িগ্রামে ৬ মার্চ, বরগুনায় ৬ মে, গোপালগঞ্জে ৩১ জুলাই। কর্মসূচির মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০১৩ সালের ৩১ অক্টোবর। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের কর্মসংস্থান প্রদানের ক্ষেত্র হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (বেসরকারি রেজিস্টার্ড এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)।

কর্মসূচির ধারণাপত্রে (২০০৯) প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত জেলা কুড়িগ্রাম ও বরগুনা থাকলেও পাইলটিং-এর জন্য এর সাথে গোপালগঞ্জকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাইলটিং কর্মসূচিতে কুড়িগ্রাম জেলার সবগুলো উপজেলা (ভুরুঙ্গামারী, রাজীবপুর, চিলমারী, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী, রাজারহাট, উলিপুর ও রৌমারী উপজেলা); বরগুনা জেলার সবগুলো উপজেলা (আমতলী, বামনা, বরগুনা সদর, বেতাগী ও পাথরঘাটা উপজেলা); গোপালগঞ্জ জেলার সবগুলো উপজেলা (গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া, কোটালিপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর) নেওয়া হয়।

---

[৯] ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের মোট বরাদ্দের ওপর বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.৪ কর্মসূচির পরিচালনা কাঠামো ও কর্মপরিধি

কর্মসূচি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য তিনস্তর বিশিষ্ট সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়: কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি, জেলা সমন্বয় কমিটি, উপজেলা সমন্বয় কমিটি। পরিচালনা কাঠামোতে কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি তিনমাসে একবার, জেলা ও উপজেলা সমন্বয় কমিটি মাসে কমপক্ষে একবার সভা করার বিষয়টি নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির জন্য সুবিধাভোগী নির্বাচন, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র ও কতজন প্রয়োজন তা চিহ্নিতকরণের দায়িত্ব ছিল উপজেলা সমন্বয় কমিটির। নিম্নে কর্মসূচির পরিচালনা কাঠামো ও কর্মপরিধি দেওয়া হল (চিত্র ২.১)।

চিত্র ২.১: কর্মসূচির পরিচালনা কাঠামো ও কর্মপরিধি

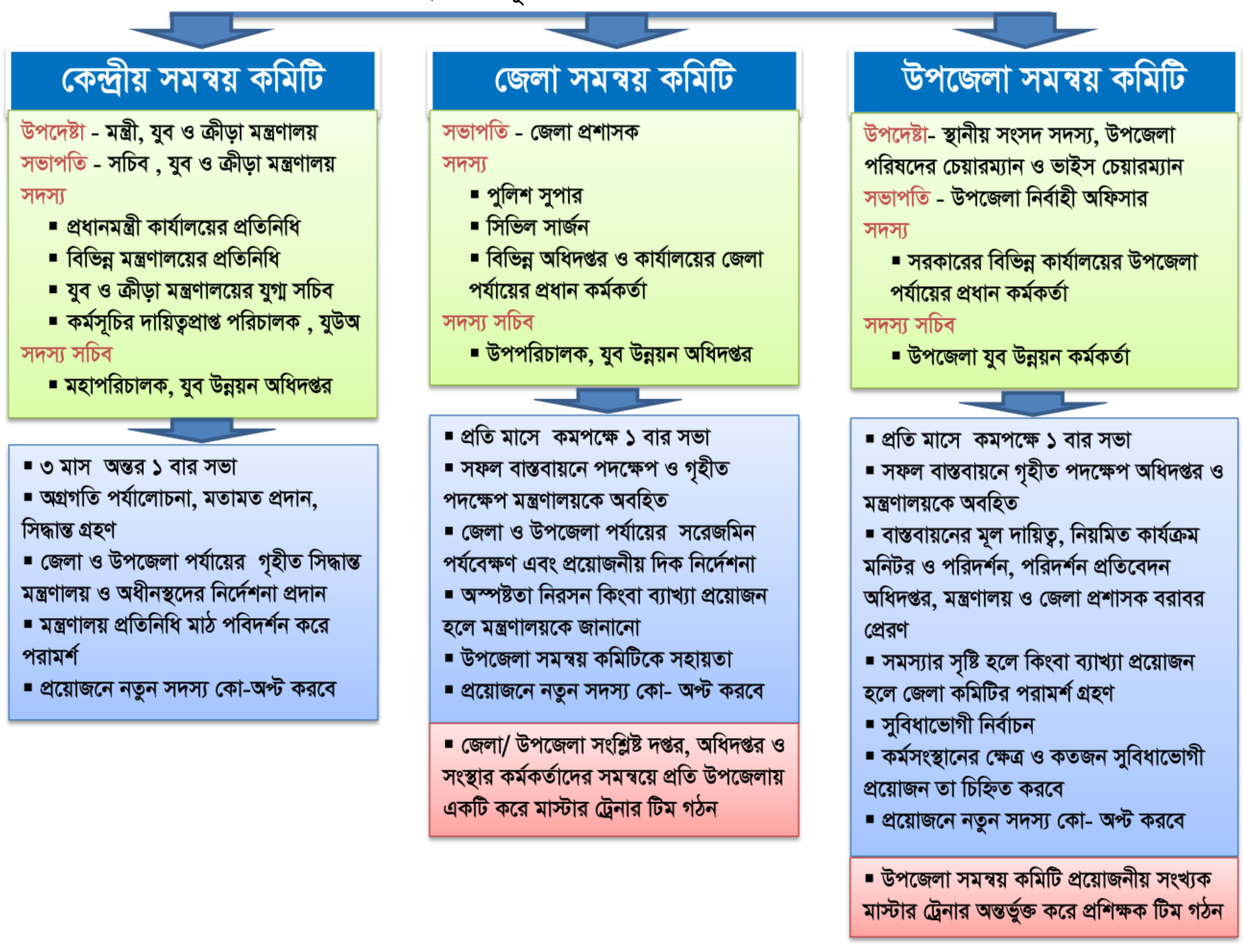

২.৫ সুবিধাভোগী নির্বাচন ও সংযুক্তি প্রক্রিয়া

সুবিধাভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ করার জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করার মাধ্যমে প্রকৃত আগ্রহী সুবিধাভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও সরকারিভাবে জরিপের মাধ্যমে প্রকৃত বেকারের সংখ্যা নির্ধারণসহ এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তিতে আগ্রহীদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রার্থী বাছাই করার জন্য আবেদনের যোগ্যতার শর্তগুলো যাচাই-বাছাই করে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়েছে। প্রার্থী নির্বাচন করার পর প্রার্থীদের তিন মাসব্যাপি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে দুই বছরের জন্য সংযুক্তি (এই প্রতিবেদনে সংযুক্তি শব্দটি 'কর্মসংস্থানের জন্য সংযুক্ত করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে) প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র ২.২: সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

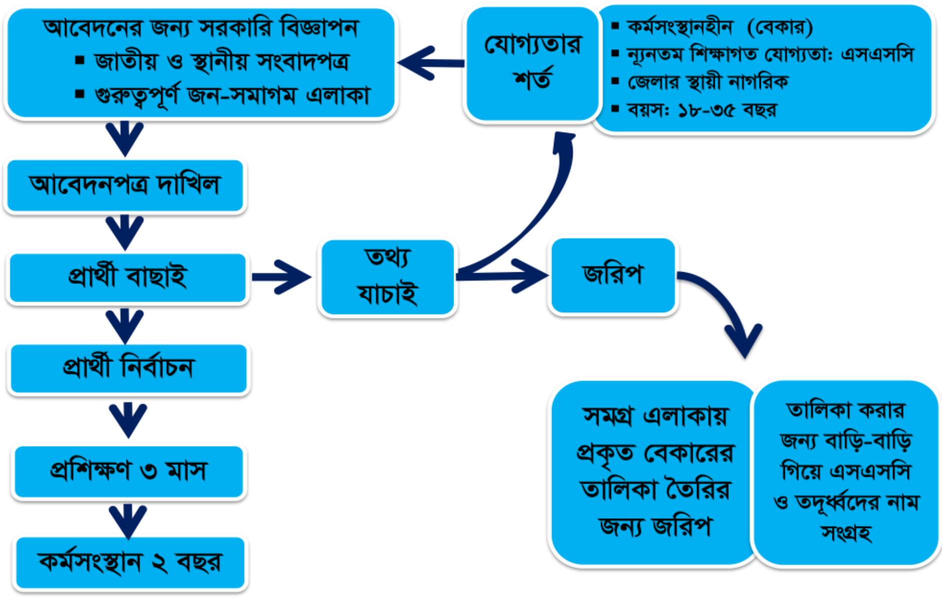

উপজেলা সমন্বয় কমিটির সুপারিশক্রমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের দুই বছরের জন্য অস্থায়ী সংযুক্তি প্রদান করেছে। সফল প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর যুবকরা তাদের নিজ উপজেলা/পাশ্ববর্তী উপজেলায় নির্দিষ্ট কাজের/ সেবার ক্ষেত্রে পদায়িত হয়েছে। তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য, মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকার বিষয় নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিসের সংযুক্তির জন্য মনোনীত যুব/যুব মহিলাকে ১৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সংশ্লিষ্ট উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যালয়ের সাথে অস্থায়ীভাবে চুক্তি সম্পাদন করতে হয়েছে।

২.৬ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সুবিধাভোগীর সংখ্যা

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৫৬,০৫৪ জন। এ কর্মসূচিতে সরচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী অংশগ্রহণ করেছে কুড়িগ্রাম জেলায় ২৯,৮১৫ জন (৫৩%) (চিত্র ২.৩); এরপরে রয়েছে গোপালগঞ্জে ১৬,২৮০ জন (২৯%) এবং বরগুনায় ৯,৯৫৯ জন (১৮%)। এ কর্মসূচি হতে অব্যাহতি নিয়েছে ২,৮১৪ জন।[১০]

চিত্র ২.৩: সুবিধাভোগীদের জেলাভিত্তিক বণ্টন

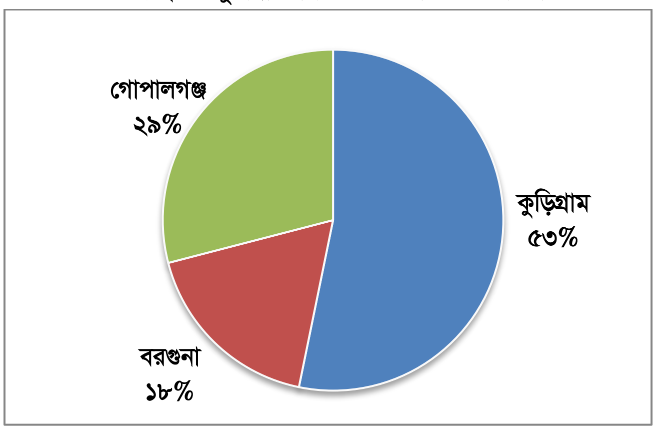

[১০] যুব অধিদপ্তর, হালনাগাদ, ডিসেম্বর ২০১২।

২.৭ অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

ন্যাশনাল সার্ভিসে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এসএসসি পর্যায়ের যোগ্যতাসম্পন্ন ৫১.৬৫%, এইচএসসি পর্যায়ের ৩৬.৮২%, স্নাতক পর্যায়ের ৮.৯৮% এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ২.৫৪%। জেলাগুলোর পর্যালোচনায় দেখা গেছে, সবগুলো জেলাতেই এসএসসি পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন অংশগ্রহণকারী রয়েছে পঞ্চাশ ভাগের ওপর (চিত্র ২.৪)।

চিত্র ২.৪: সুবিধাভোগীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বণ্টন

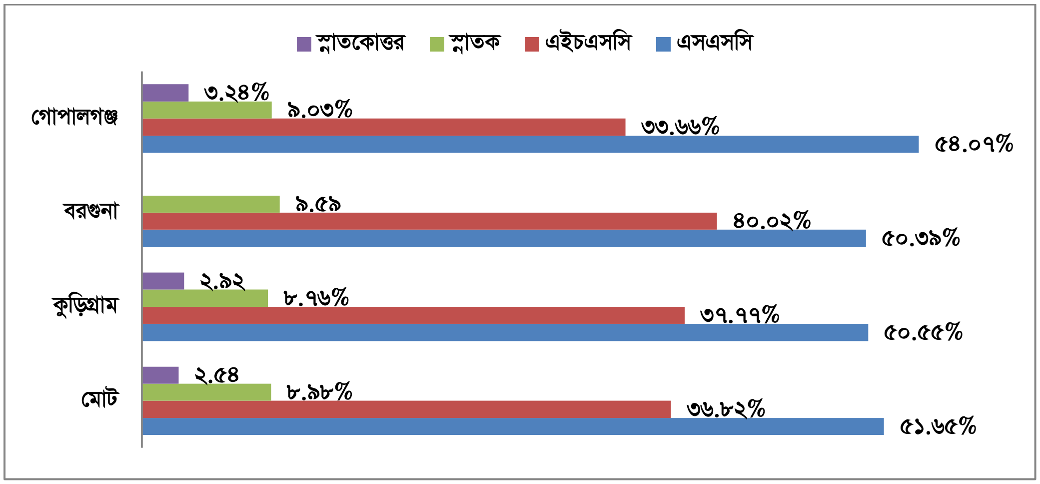

২.৮ সুবিধাভোগীদের লিঙ্গভিত্তিক হার

পাইলটিং কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের মধ্যে ২২,৪৫১ জন নারী (৪০.০৫%) এবং ৩৩,৬০৩ জন পুরুষ (৫৯.৫৪%) রয়েছে (চিত্র ২.৫)।

চিত্র ২.৫: কর্মসংস্থানের লিঙ্গভিত্তিক বণ্টন

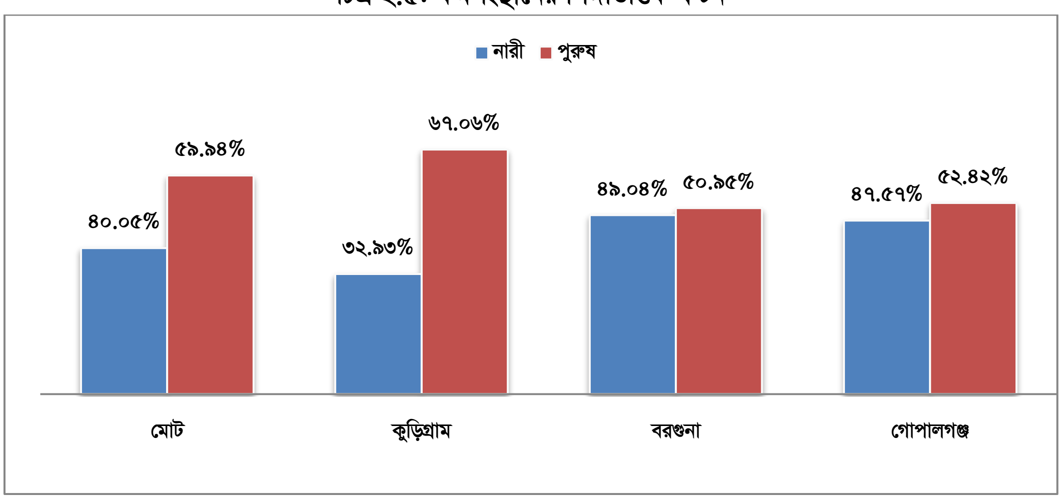

উল্লেখ্য, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দুটি জেলায় নারী-পুরুষভেদে সামঞ্জস্য লক্ষণীয় - বরগুনায় সুবিধাভোগী নারী ও পুরুষ যথাক্রমে ৪,৮৮৪ জন (৪৯.০৪%) এবং ৫,০৭৫ জন (৫০.৯৫%) এবং গোপালগঞ্জে, নারী ও পুরুষ যথাক্রমে ৭,৭৪৬ জন (৪৭.৫৭%) এবং ৮৫৩৪ জন (৫২.৪২%)। কুড়িগ্রামে নারী-পুরুষভেদে পার্থক্য অন্য জেলাগুলো হতে তুলনামূলকভাবে বেশি, নারী ও পুরুষ যথাক্রমে ৯,৮২১ জন (৩২.৯৩%) এবং ১৯,৯৯৪ জন (৬৭.০৬%)।

২.৯ মৌলিক প্রশিক্ষণ

বাছাইকৃত উপকারভোগীদের বিভিন্ন সেবামূলক প্রশিক্ষণে কাজ করার জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাছাইকৃত সুবিধাভোগীদের নিম্নোক্ত দশটি মডিউলের মাধ্যমে তিনমাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে মডিউলের বিষয় উল্লেখ করা হল (চিত্র ২.৬)।

চিত্র ২.৬: প্রশিক্ষণ মডিউলের বিষয়

(১-৪ নং মডিউল) দেড় মাস মেয়াদে সকলের জন্য	▪ জাতি গঠনমূলক ও চরিত্র গঠনমূলক প্রশিক্ষণ মডিউল ▪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সমাজসেবা মূলক প্রশিক্ষণ মডিউল ▪ মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ মডিউল ▪ আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ মডিউল
(৫-১০ নং মডিউল) সংশ্লিষ্ট সেবাখাতে নিয়োগে আগ্রহীদের দেড় মাস মেয়াদে	▪ সরকারের বিভিন্ন সেবা খাত সম্পর্কে ধারণা মডিউল ▪ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল ▪ শিক্ষা ও শারিরীক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল ▪ কৃষি, বন ও পরিবেশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল ▪ জননিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মডিউল ▪ ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের সেবা কার্যক্রম সংক্রান্ত মডিউল

বাছাইকৃত সুবিধাভোগীদের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ের থানা ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (টিটিডিসি)/ উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ একজন পরামর্শকের সহায়তায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অতিথি বক্তা ও মাস্টার ট্রেনারের মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে বলে নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে।

কর্মসূচিতে অতিথি বক্তা বা মাস্টার ট্রেনারদের প্রতিটি সেশনের জন্য ৫০০ টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির নীতিমালায় পরামর্শকরা নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করবেন বলে পরিকল্পনা করা হয়। প্রশিক্ষণের জন্য একই সাথে একাধিক ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার বিধান রাখা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা/উপজেলার সংশ্লিষ্ট দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতি উপজেলায় একটি করে মাস্টার ট্রেনার টিম গঠন করা হয়েছে। মাস্টার ট্রেনারদের জন্য পাঁচদিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ (টিওটি) কোর্স এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপজেলা সমন্বয় কমিটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাস্টার ট্রেনার অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষক টিম গঠন করেছে।

২.১০ সুবিধাভোগীদের সেবার ক্ষেত্রসমূহ

কর্মসূচিতে প্রশিক্ষিত যুবদের শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, আইন শৃঙ্খলা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতে এবং বিভিন্ন বেসরকারি (সরকারি রেজিস্টার্ড এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ে) প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি প্রদান করা হয়েছে। সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্যে প্রশিক্ষিত মেধাবী যুবক ও যুবমহিলাদেরকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণিতে পাঠদানের কাজে নিয়োজিত করা, যেসব স্কুলে কম্পিউটার কোর্স চালু আছে সেসব স্কুলে প্রশিক্ষিত যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে নিয়োজিত করা, উপজেলার গ্রামে-গঞ্জে জননিরাপত্তা, জনসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, ট্রাফিক আইন এবং মৌলিক আইন বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য কম্যুনিটি পুলিশ হিসেবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সংযুক্তি দেওয়া, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (হাসপাতাল, ক্লিনিক ইত্যাদি) স্থানে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সহায়তা প্রদানের কাজে সংযুক্ত করা, কৃষিঋণ প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা প্রদানের কাজে এবং সরকারের অন্যান্য সংস্থার ঋণ প্রাপ্তিতে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।

এছাড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুব মহিলাদের উপজেলা ও জেলার বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁ ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য পরিবেশনকারী প্রতিষ্ঠানে ভেজাল প্রতিরোধে নজরদারি কর্মকাণ্ডে সহায়তার কাজে সম্পৃক্ত করা, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবমহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের কাজে সহায়তা করার জন্য নিয়োজিত করা, কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও

যুবমহিলাদের কৃষি সংক্রান্ত তথ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও কৃষকদের মধ্যে আদান প্রদানের কাজে, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত তথ্য কৃষকদের নিকট পৌঁছানোর কাজে এবং সার, বীজ, ডিজেল সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহযোগিতার কাজে সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টি তথ্য প্রচার এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উদ্ধার ও পুনর্বাসনে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা সেবা প্রদান, বিদ্যালয়ের ক্রীড়া কর্মকাণ্ড উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদিতে সহায়তা প্রদান, পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং নার্সারীতে চারা উত্তোলনের জন্য বীজ সংগ্রহ, চারা উত্তোলন, চারা রোপন, বাগান সৃজন ইত্যাদি কাজে সহায়তা প্রদান, বয়স্কভাতা ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন কাজে সহায়তা প্রদান, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক যেসব অবকাঠামো নির্মাণ করা হয় সেগুলোর তদারকি এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সহায়তা প্রদান উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত ক্ষেত্র ছাড়াও স্থানীয় প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবামূলক কাজে নিয়োজিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

২.১১ সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব

যেসব দপ্তর/সংস্থা এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত যুবদেরকে সংযুক্তি/পদস্থাপন করা হবে সেসব প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানেই নিয়োজিত যুবরা কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ সব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি মাসে কর্মরত যুবদের কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা এবং সংশ্লিষ্ট জেলার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক তার আওতাধীন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে এ কর্মসূচির সমন্বয় ও সার্বিক তত্ত্বাবধান করা এবং প্রতিমাসে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট পরিচালকদের নিকট মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব ও যুবমহিলাদের যেসব প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি/পদস্থাপন করা হবে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা লিপিবদ্ধ করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানর চাহিদা অনুযায়ী যুব/যুবমহিলাদেরকে সংযুক্তি দেওয়ার বিষয় নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে।

২.১২ খাতওয়ারি কর্মসংস্থানের হার

খাতওয়ারি কর্মসংস্থান প্রদানের ক্ষেত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশি সংযুক্তি প্রদান করা হয়েছে ৩৫.৮১%। কর্মসংস্থান প্রদানের ক্ষেত্র হল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (রেজিস্টার্ড বেসরকারি বিদ্যালয়)। এর পরেই সংযুক্তি প্রদান করা হয়েছে কৃষি ও স্বাস্থ্যখাতে (যথাক্রমে ১৭.৭৬% ও ১৬.৬৭%)। অন্যান্য সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হল, স্থানীয় সরকার ৯.৩৯%, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ৭.৮৩%, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ৫.৪৯%, আইন শৃঙ্খলা ৪,৪৫%, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১.৭৭%, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ০.৪৫% ও অন্যান্য ০.৩৪%।

চিত্র ২.৭: কর্মসংস্থানের খাতভিত্তিক বন্টন

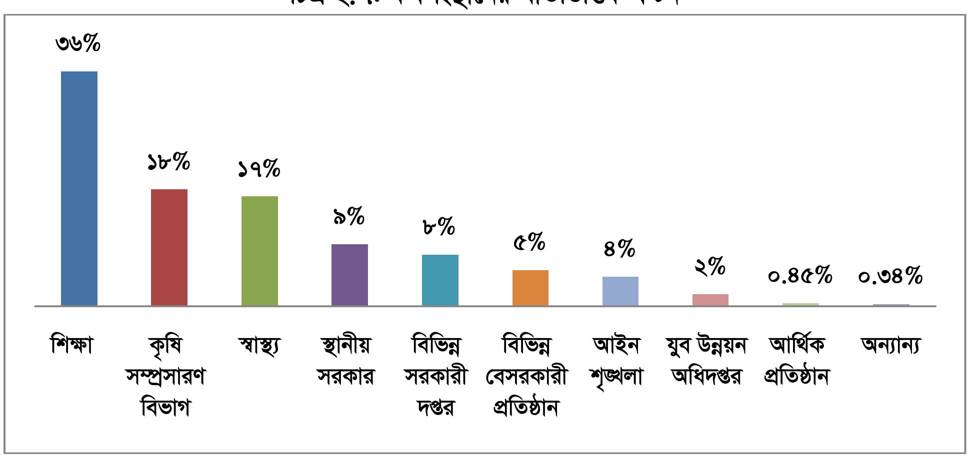

২.১৩ নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা

নির্বাচিত সুবিধাভোগী যুব ও যুবমহিলাকে প্রশিক্ষণকালীন সময়ে দৈনিক ১০০ টাকা হারে তিন মাস প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণোত্তর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দুই বছর মেয়াদে সংযুক্তি প্রদান করা হয়েছে। সংযুক্তিকালীন সময়ে দৈনিক ২০০ টাকা হারে মাসে ৬০০০ টাকা ভাতা প্রদান করা হয়েছে (চিত্র ২.৮)।

চিত্র ২.৮: আর্থিক বিষয়

মোট প্রাপ্য অর্থ (২ বছর ৩ মাস): ১,৫৫,০০০ টাকা

- প্রশিক্ষণকালীন ভাতা: দৈনিক ১০০ টাকা
- ৩ মাসের প্রশিক্ষণকালীন মোট ভাতা: ৯,০০০ টাকা

- কর্মকালীন ভাতা: মাসে ৪,০০০ টাকা
- ২ বছরের মোট কর্মভাতা: ৯৬,০০০ টাকা

- বাধ্যতামূলক সঞ্চয়: মাসে ২,০০০ টাকা
- ২ বছরে মোট সঞ্চয়: ৪৮,০০০ টাকা
- সঞ্চয় সুদসহ প্রাপ্তি: ৫০,০০০ টাকা

- অনুপস্থিতির জন্য কর্তন: দৈনিক ২০০ টাকা

২.১৪ অস্থায়ী সংযুক্তি শেষে একজন যুব/যুব মহিলা প্রাপ্যতা

কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ন্যাশনাল সার্ভিস সম্পন্নকারী যুবক/যুবমহিলাদেরকে অভিজ্ঞতার সনদ প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস সম্পন্নকারী যুব/যুবমহিলা কর্মকাল সমাপনান্তে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ থাকা সাপেক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ সুবিধা প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাওয়ার বিষয়টি নীতিমালায় উল্লেখ থাকলেও এই নিয়োগে সরকারি চাকরি পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করবে না এটি স্পষ্টভাবে নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে।

২.১৫ কর্মসূচির বাজেট

কুড়িগ্রাম, বরগুনা, গোপালগঞ্জ জেলার পাইলটিং কর্মসূচির অনুকূলে মোট অর্থ বরাদ্দ রয়েছে ৮১৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকা (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩ অর্থ বছর)। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩৬.৩৮ কোটি টাকা, ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ২০০ কোটি টাকা, ২০১১-২০১২ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩০৩.০৬ কোটি টাকা, ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৩৩.৭৭ কোটি টাকা। এ অর্থ বছর (২০১৩-২০১৪) ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাবদ মোট অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ২৩৫ কোটি টাকা।

চিত্র ২.৯ : কর্মসূচির বরাদ্দের খাতভিত্তিক ব্যয়

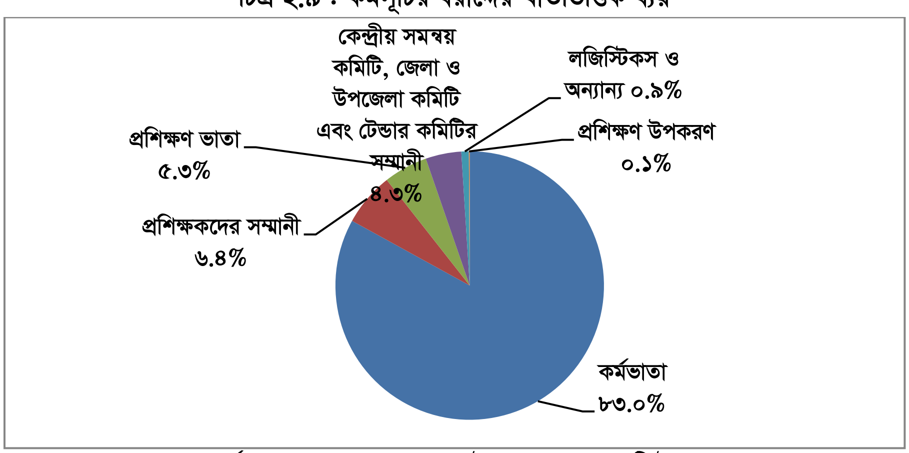

অর্থবছর (২০১৩-২০১৪): মোট বরাদ্দ ২৩৫ কোটি টাকা

২.১৬ কর্মসূচির তদারকি কাঠামো

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা, সমন্বয় এবং তদারকির জন্য এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি জেলায় একজন করে পরামর্শকের দুই বছরের জন্য সংস্থান রাখা হয়েছে। কর্মসূচি মনিটরিং পদ্ধতি ও রিপোর্টিং পদ্ধতি নিম্নের চিত্রে দেখানো হল (চিত্র ২.১০)।

চিত্র ২.১০: কর্মসূচির তদারকি কাঠামো

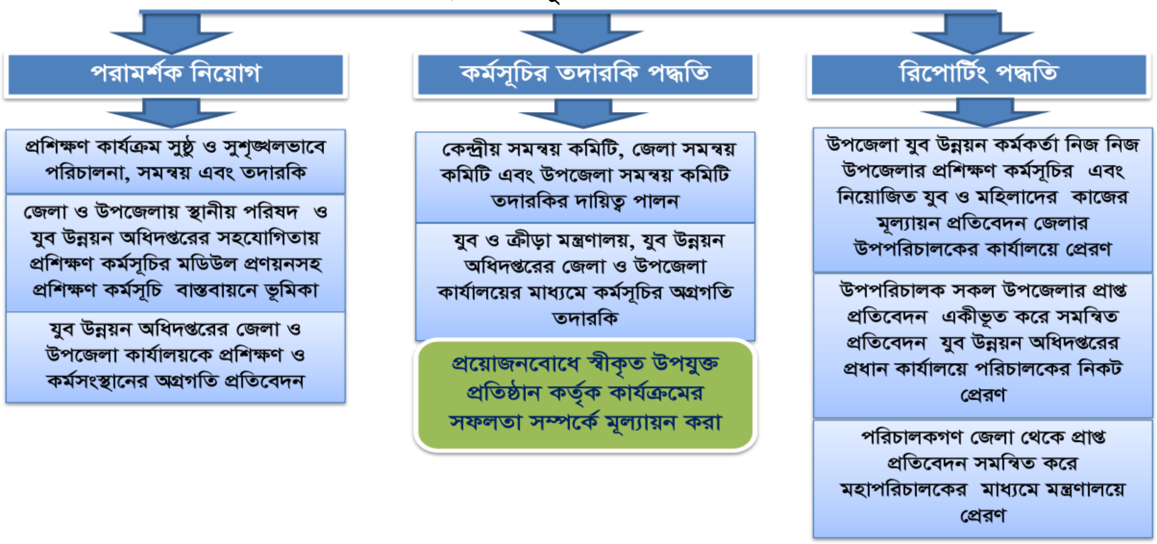

২.১৭ কর্মসূচির মূল্যায়ন প্রতিবেদন

এ কর্মসূচির মূল্যায়ন কার্যক্রম বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠান (EADS) দিয়ে পরিচালনা (২০১২) করা হয়, যেখানে এটি সরকারের একটি সফল কর্মসূচি হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং দশ বছরে পর্যায়ক্রমে সবগুলো জেলায় এ কর্মসূচি কার্যকর করা প্রয়োজন বলে সুপারিশ করা হয়।

কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিটি সরকারের অগ্রাধিকার কর্মসূচি হলেও এর পাইলটিং পর্যায়ে সুশাসনের ঘাটতি, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য বর্তমান গবেষণায় উঠে এসেছে। গবেষণায় এসব অনিয়মের পাশাপাশি কর্মসূচিটি বাস্তবায়নে অংশীজনের অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র ও ধরন চিহ্নিত হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি সংক্রান্ত এসব তথ্য আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া সার্বিকভাবে অনিয়মের কারণ, ফলাফল ও প্রভাব এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১ কর্মসূচির পরিকল্পনায় সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

ক) কর্মসূচির পরিকল্পনায় সীমাবদ্ধতা

- **দক্ষতা কাজে লাগানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব**

কর্মসূচির পরিকল্পনায় যুবদের সম্পৃক্ত ও স্বাবলম্বীকরণের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব লক্ষ করা যায়। এ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ১৮-৩৫ বছর বয়সী আগ্রহী বেকার যুবক/যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরকে কিভাবে জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত রাখা হবে সে বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা কর্মসূচি পরিকল্পনা পর্যালোচনায় পাওয়া যায়নি। কর্মসূচির যৌক্তিকতায় যুবসমাজকে সুসংগঠিত করে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ, সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান, কর্মোপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও কর্মসূচি-পরবর্তী কার্যক্রম যাচাই করার কোনো পরিকল্পনা করা হয়নি। তারা দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য পাইলটিং কর্মসূচি সম্পন্ন হওয়ার পর তাদের কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়নি।

- **যোগ্যতা নির্ধারণে পর্যাপ্ত নির্দেশনার অভাব**

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সুবিধাভোগীদের যোগ্যতা নির্ধারণে সীমাবদ্ধতা ছিল। কর্মসংস্থানহীন চিহ্নিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার সব উপজেলায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে জরিপ করা হলেও প্রকৃত বেকার সংক্রান্ত নির্দেশনা না থাকায় জরিপ কার্যক্রমটির ত্রুটি লক্ষ করা যায় এবং এতে প্রকৃত বেকার চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। এখানে সুবিধাভোগীর তালিকা প্রস্তুতের সময় কোনো নির্দেশক নির্ধারণ (কাকে এবং কেন বেকার হিসেবে তালিকাবদ্ধ করা হবে) করে দেওয়া হয়নি। সুবিধাভোগীদের অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশনা না থাকায় প্রকৃত দরিদ্র বেকার চিহ্নিত করা যায়নি। এক পরিবার থেকে কতজন অংশগ্রহণ করতে পারবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা না থাকায় একই সময়ে একই পরিবার থেকে একাধিক ব্যক্তি সুবিধা ভোগ করেছে, ফলে কর্মসূচির আকার ও বাজেট ধারণাপত্র থেকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বা সম্ভাব্যতা যাচাই না করে কর্মসূচি প্রণয়ন**

প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ কর্মসূচির সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়াটি ছিল 'সাপ্লাই ড্রিভেন'; কোন কোন খাতে সংযুক্তি দেওয়া হবে সেক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়নি। লোকবলের সীমাবদ্ধতা যাচাই না করে সংযুক্তির জন্য সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে পছন্দনীয় প্রতিষ্ঠান বা খাতের নাম নেওয়া হয়েছে। ফলে একই সেবা খাতে (যেসব খাত বা প্রতিষ্ঠানে কাজ নেই) কর্মীর সংখ্যাধিক্য দেখা দিয়েছে এবং জনবলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এমন খাতগুলোতে (কাজ করতে হবে) অংশগ্রহণকারীরা আগ্রহ কম দেখিয়েছে। সংযুক্তি প্রদানের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় এসব সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীতে বিদ্যমান নীতিমালা লঙ্ঘন করে প্রশিক্ষণ প্রদানের পর তাদেরকে প্রশিক্ষণবিহীন খাতে কর্মীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংযুক্তি প্রদান করা হয়েছে। সার্বিকভাবে কর্মসূচির পরিকল্পনায় দূরদর্শিতার অভাব লক্ষ করা যায়।

- **সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত নির্দেশনা না থাকায় কর্মসূচির কাজে সমন্বয়হীনতা**

সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তদারকি ও বাস্তবায়ন কাজের জন্য সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত নির্দেশনা ছিল না। এছাড়া শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তরভিত্তিক সংযুক্তির পরিকল্পনা না থাকায় এসএসসি ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্নদের একই মাপকাঠিতে বিবেচনা করা হয়, ফলে কর্মীদের কাজে অনীহা ও সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে বৈরী সম্পর্ক তৈরি হয়। ক্ষেত্রবিশেষে দেখা গেছে কম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অধীনে বেশি যোগ্যতাসম্পন্নদের কাজ করতে হয়েছে এবং জটিলতা তৈরি হয়েছে। সংযুক্তি

প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে দক্ষতা অনুযায়ী কাজ বন্টন করার নীতিমালা না থাকায় অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিদের দক্ষতা কাজে লাগানোর সুযোগ কর্মসূচিতে ছিল না। শূন্য পদে নিয়োগ না দেওয়ায় একই কাজে সুবিধাভোগী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সম্পৃক্ত থাকায় কাজের পরিবেশে দ্বৈততা লক্ষ করা গেছে। প্রতিষ্ঠানের কাজ শেখানো ও দক্ষ করে তোলার পরিকল্পনা না থাকায় নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজে লাগানোর সমন্বয়হীনতা ছিল। তাছাড়া সুবিধাভোগীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত নির্দেশনা না থাকায় তাদের মধ্যে কাজ সম্পর্কে দায়বদ্ধতার অভাব লক্ষ করা গেছে। এছাড়া কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের পরিচয়পত্র বা কার্ড না দেওয়া ছিল উল্লেখযোগ্য একটি সীমাবদ্ধতা।

- **অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও বাজেট ছাড়ে দীর্ঘসূত্রতা**

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পরবর্তীতে দেশব্যাপী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রথমে পাইলটিং বাস্তবায়ন করা হয়। এর পরে নতুনভাবে এই কর্মসূচিটির সম্প্রসারণ (রংপুর বিভাগের সাতটি জেলার আটটি উপজেলা) করা হয়েছে। তবে পাইলটিংভুক্ত তিনটি জেলার সুবিধাভোগীদের কর্মভাতা পরিশোধে অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ ছিল এ কর্মসূচির প্রধান সমস্যা। বরাদ্দ ঘাটতি হওয়ায় নিয়মিত কর্মভাতা পরিশোধ করতে না পারায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত মেয়াদপূর্তি হয়ে যাওয়া সুবিধাভোগীদের কর্মভাতা বকেয়া থাকা এবং তাদের চূড়ান্ত পাওনা (সুদসহ সঞ্চয়) পরিশোধে বিলম্বিত প্রক্রিয়া (কর্মভাতা পরিশোধ

বক্স: ১ কর্মসূচির অর্থায়নে পরিবর্তন ও সম্প্রসারিত কার্যক্রম বিলম্বিত

কোটি টাকায়) ঃ

অর্থ বছর	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	শতকরা হার (%)	মন্তব্য
২০১১-১২	১.০১	০.৮২	৮১.১৮%	মূল বরাদ্দ হতে ৯৮.৯৯ টাকা পাইলট কর্মসূচিতে স্থানান্তরিত
২০১২-১৩	৩৪.০৩	০.০২	০.০৬%	রংপুরে কর্মসূচি শুরু বিলম্বিত হওয়ায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে রংপুর হতে ২৪ কোটি টাকা পুরাতন ৩টি জেলায় স্থানান্তরের প্রস্তাব করা হয়েছে।
	৩৫.০৪	০.৮৪	২.৪০%	

না হওয়ার কারণে নিজের সঞ্চিত অর্থ উত্তোলন করতে না পারা) কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নকে বিঘ্নিত করেছে। পাইলটিং কর্মসূচির অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও বাজেট ছাড়ে দীর্ঘসূত্রতা থাকলেও নতুন এলাকায় এ কর্মসূচির সম্প্রসারণের কাজ শুরু করা হয়েছে। জানা যায়, সম্প্রসারিত এলাকার বাজেট পাইলটিং কর্মসূচিতে স্থানান্তর করার কারণে নতুন এলাকার কার্যক্রম শুরু হতে বছর খানেকের বেশি সময় লেগেছে।[১১]

- **পরামর্শক নিয়োগে বিলম্ব**

পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুসরণ করা হয়নি। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মডিউল প্রণয়নসহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে পরামর্শকদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করার বিষয়টি নীতিমালায় উল্লেখ থাকলেও পরামর্শকদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মডিউল প্রণয়নের পর। পরামর্শক নিয়োগে বিলম্বের কারণে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের মতামত ও পরামর্শ প্রদান করার সুযোগ ছিল না।

- **কর্মসূচি টেকসইকরণে গৃহীত উদ্যোগের অভাব**

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিভুক্ত যুবদের বেসরকারি সংস্থায় স্থায়ী কর্মসংস্থানের উদ্যোগ হিসেবে বিজেএমইএ এবং বিকেএমইএ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক প্রক্রিয়াধীন থাকার বিষয়টি জানা গেলেও পরবর্তীতে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের অনীহা ও উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ ন্যাশনাল সার্ভিসে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে স্থায়ী কর্মসংস্থানে আগ্রহীদেরকে দেড় মাসের প্রশিক্ষণ ও এক বছরের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশ হিসেবে সংযুক্তি দেওয়ার কথা। উক্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষানবীশ ভাতা ন্যাশনাল সার্ভিস বাজেট বরাদ্দ হতে মেটানো হবে। এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর সংস্থাগুলো সংশ্লিষ্ট যুবদের প্রত্যেককে প্রাথমিক পর্যায়ে ৯৩০০ টাকায় স্থায়ী কর্মসংস্থান প্রদান করবে। কর্মসূচি টেকসইকরণে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয় পরিকল্পনায় থাকলেও কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও পরবর্তীতে এ ধরনের উদ্যোগ দেখা যায়নি।[১২]

[১১] রংপুর বিভাগের সাতটি জেলার আটটি উপজেলায় আবেদন গ্রহণের প্রক্রিয়া শেষ হয় ১৯ জানুয়ারি ২০১২ এবং কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

[১২] বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য, ১৪ জানুয়ারি ২০১২।

খ) কর্মসূচির পরিকল্পনায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

▪ **জেলা নির্বাচনে অস্পষ্টতা ও অস্বচ্ছতা**

ধারণাপত্রে দুটি জেলা কুড়িগ্রাম ও বরগুনা নিয়ে কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হলেও পাইলটিং-এর সময় গোপালগঞ্জ জেলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ধারণাপত্রে ২০০৯ সালে প্রকাশিত 'দারিদ্র্য মানচিত্র'[১৩] অনুযায়ী 'Lower Poverty Line'[১৪] এবং 'Upper Poverty Line'[১৫] উভয় ভিত্তিতে সবচেয়ে দরিদ্র জেলা থেকে দুইটি জেলায় পাইলটিং করার উল্লেখ ছিল। ধারণাপত্রে রাজশাহী বিভাগের কুড়িগ্রাম[১৬] জেলার নয়টি উপজেলায় (সবগুলো) এবং বরিশাল বিভাগের বরগুনা[১৭] জেলার পাঁচটি উপজেলায় (সবগুলো) পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনার বিষয় বলা হয়েছে। দরিদ্র মানচিত্র (চিত্র ৩.১) অনুযায়ী জেলা নির্বাচনের উল্লেখ থাকলেও পাইলটিং কর্মসূচিতে গোপালগঞ্জ জেলা অন্তর্ভুক্তির স্পষ্ট কোনো কারণ বলা হয়নি। উল্লেখ্য, দারিদ্র্য মানচিত্রে গোপালগঞ্জ জেলার চেয়ে দরিদ্র জেলা রয়েছে। কর্মসূচিতে গোপালগঞ্জ জেলা অন্তর্ভুক্ত করার কারণে জেলা নির্বাচনে অস্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছে।

চিত্র ৩.১: দারিদ্র মানচিত্র

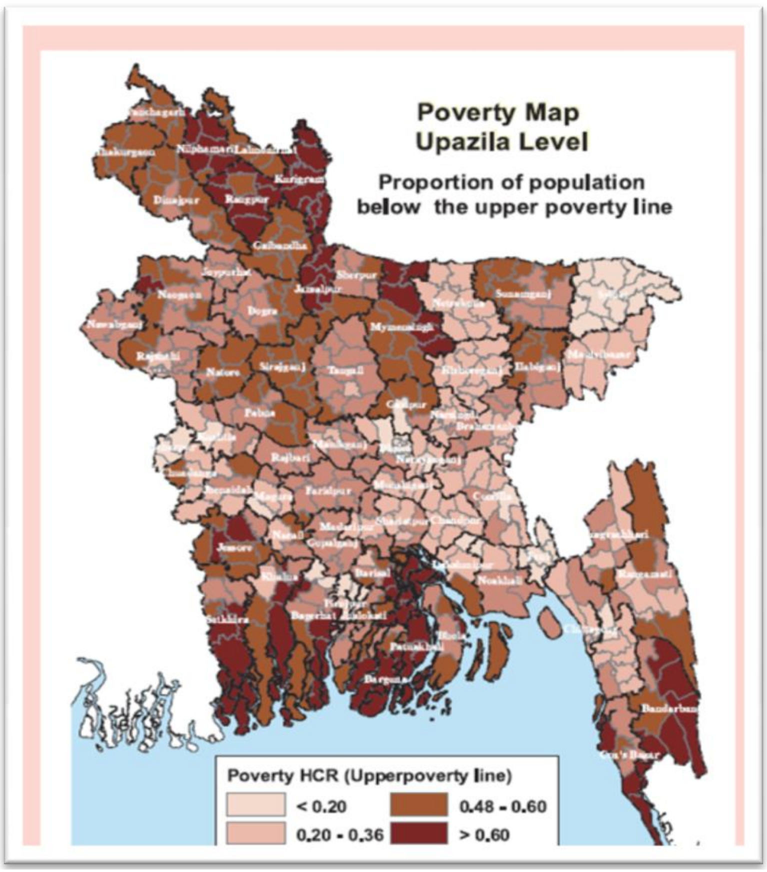

সূত্র: Updating poverty Maps of Bangladesh, WB, BBS, WFP

▪ **পরামর্শক নিয়োগে অস্বচ্ছতা**

পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব লক্ষ করা গেছে। এ কর্মসূচিতে রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে পরামর্শক নিয়োগ করা হয় যারা স্বাধীনভাবে কাজ না করে অনেকটা ফরমায়েশ-মাফিক কাজ করেছেন বলে জানা যায়।

[১৩] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিশ্ব ব্যংক এবং বিশ্ব খাদ্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত।

[১৪] Lower Poverty Line corresponds to the extreme poor households whose total expenditures are equal to the food poverty line using Cost of Basic Needs/CBN Method based on HIES 2005.

[১৫] Upper Poverty Line corresponds to the moderate poor households whose total expenditure is at the level food poverty line using Cost of Basic Needs/CBN Method based on HIES 2005.

[১৬] Lower Poverty Line ভিত্তিতে ৪৪ শতাংশের বেশি এবং Upper Poverty Line ভিত্তিতে ৬১ শতাংশের বেশি লোক দারিদ্রসীমার নিচে।

[১৭] Lower Poverty Line ভিত্তিতে ৪৪ শতাংশের বেশি এবং Upper Poverty Line ভিত্তিতে ৬১ শতাংশের বেশি লোক দারিদ্রসীমার নিচে।

৩.২ সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

ক) সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা

- **ধারণাপত্রে সুবিধাভোগীর আকার ও বাজেট নির্ধারণে ব্যর্থতা**

ধারণাপত্রে উল্লিখিত সুবিধাভোগীদের সংখ্যার তুলনায় বাস্তবে অনেক বেশি প্রার্থীর আবেদনের প্রেক্ষিতে সবাইকে সুযোগ দেওয়া হয়। ধারণাপত্রে পাইলটিং-এর জন্য নির্ধারিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ধারণা করা হয় মোট (কুড়িগ্রাম ও বরগুনা) ১,৯৮৮ জন, যার বিপরীতে ৫৬,০৫৪ জনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কুড়িগ্রাম জেলার অনুকূলে ১৩৩৫ এবং বরগুনা জেলার অনুকূলে ৬৫৩ আবেদনপত্র পড়বে বলে ধারণা করা হয়েছিল। ধারণাপত্রে দুটি জেলা অন্তর্ভুক্ত থাকলেও বাস্তবায়নের সময় গোপালগঞ্জ যুক্ত হওয়ায় সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ধারণাপত্রে সুবিধাভোগীর আকার নির্ধারণে ব্যর্থতার কারণে কর্মসূচির আকার বড় হয়েছে এবং বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে। ধারণাপত্রে পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার পরিকল্পনা ছিল।

- **সুবিধাভোগীর আকার নির্ধারণে জরিপ কার্যক্রমে ত্রুটি**

জরিপ কার্যক্রমের ত্রুটির কারণে প্রকৃত বেকার নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে শর্তগুলো যাচাই করা ছাড়াও সরকারিভাবে সুবিধাভোগীর আকার নির্ধারণে জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে যেখানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রকৃত বেকারের তালিকা করা হয়েছে। এ জরিপ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে করা হলে তালিকার বাইরে আর কোনো নতুন বেকার থাকা সম্ভব নয়। অনেক তথ্যদাতাদের মতে এ তালিকায় একদিকে প্রকৃত বেকার ও দরিদ্র চিহ্নিত হয়নি, অন্যদিকে অনেক ব্যক্তি এ তালিকার বাইরে ছিল। এ তালিকা করার জন্য সরেজমিন পর্যবেক্ষণ না করেই ধারণার ভিত্তিতে এটি সম্পন্ন করা হয়।

- **নীতিমালায় প্রকৃত বেকার চিহ্নিতকরণে নির্দেশনার অভাব**

নীতিমালায় প্রকৃত বেকার চিহ্নিতকরণে নির্দেশনা না থাকার কারণে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারের সদস্যরা সুযোগ পায়। এ কর্মসূচি সব শ্রেণীর যুবদের জন্য না হলেও প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট জেলার অধিকাংশ যুবই সুযোগ গ্রহণ করেছে। দেখা গেছে, একই পরিবারের একাধিক সদস্য সুযোগ পাবে না এধরনের কোনো নির্দেশনা নীতিমালা না থাকায় অংশগ্রহণকারীদের আধিক্যে কর্মসূচির ব্যাপকতা বেড়েছে। গবেষণায় দেখা যায় এক পরিবার থেকে সাতজন পর্যন্ত সুযোগ পেয়েছে, যার ফলে ভাতা-বাবদ শুধু এই পরিবারের জন্যই সরকারের ব্যয় হয়েছে ১০,৮৫,০০০ টাকা।

খ) সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

- **নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দায়িত্বে অবহেলা**

সুবিধাভোগী নির্বাচনে দায়িত্বে অবহেলার কারণে এ কর্মসূচিতে বেকার না হয়েও অনেকে কাজ পেয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নিয়মিত চাকরি ছেড়ে অংশগ্রহণ, একইসাথে একাধিক চাকরি করা, অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে দুই বছরের ছুটি নিয়ে অংশগ্রহণ এবং ব্যবসার পাশাপাশি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাচন প্রক্রিয়ার সময় সুষ্ঠুভাবে যাচাই-বাছাই ও সরেজমিন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এটি সম্পন্ন করা হয়নি এবং সুবিধাভোগীদের প্রদত্ত সনদ যাচাই বাছাই করা হয়নি।

- **যোগ্যতার শর্তাবলীর লঙ্ঘন ও জাল সনদ ব্যবহার**

কর্মসূচিতে আবেদনের যোগ্যতার শর্তাবলী অনুসরণ না করে অনেক সুবিধাভোগী অংশগ্রহণ করেছে, যারা প্রকৃত কর্মসংস্থানহীন নয় তারাও সুযোগ নিয়েছে। অন্যান্য শর্তাবলীর মধ্যে শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নিয়ম না থাকলেও এ কর্মসূচির বেশিরভাগ সুবিধাভোগীই শিক্ষার্থী। বয়স, জেলার বাসিন্দা, শিক্ষাগত যোগ্যতার জাল সনদ দিয়ে আবেদন করা হয়েছে এবং অন্যের নাম ব্যবহার করে অংশগ্রহণ করেছে।

চিত্র ৩.২: যোগ্যতার শর্তাবলী লঙ্ঘন

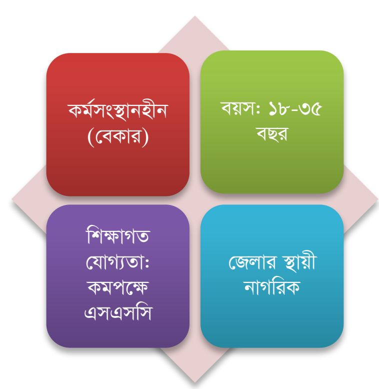

- **দলীয় বিবেচনা ও পরিচিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাব**

যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় দলীয় বিবেচনা ও পরিচিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাব কাজ করেছে। তথ্যদাতাদের মতে, দলীয় লোকের ক্ষেত্রে কাউকেই বাদ না দেওয়ার প্রবণতা ছিল। সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দলীয় অন্তর্ভুক্তি

নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ব্যাপক সংখ্যক যুবদের অংশগ্রহণে অন্তর্ভুক্তদের মধ্যে নিয়মিত রাজনৈতিক কর্মী, মাদকাসক্তরাও সুযোগ পেয়েছে।

৩.৩ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রক্রিয়া

ক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা

- **মডিউল তৈরিতে এলাকার উপযোগিতা যাচাই না করা**

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অঞ্চলভিত্তিক মডিউলের অভাব লক্ষ করা গেছে। প্রত্যেক জেলার কিছু বিশেষত্ব থাকে, কর্মসূচির জন্য প্রণীত মডিউলে এর কোনো প্রতিফলন ছিল না। তিনটি জেলার জন্য একই প্রশিক্ষণ মডিউল ব্যবহার করায় ক্ষেত্রবিশেষে প্রশিক্ষণের অনাগ্রহ লক্ষ করা গেছে। আয়-বর্ধক ও ক্ষুদ্র শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠায় ব্যবহারিক মডিউল অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

- **মডিউল তৈরিতে পরামর্শকদের সম্পৃক্ততা না থাকা**

প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরিতে কর্মসূচি পরামর্শকদের সম্পৃক্ত থাকার কথা নীতিমালায় উল্লেখ থাকলেও মডিউল তৈরির পর পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরির ক্ষেত্রে পরামর্শকদের সম্পৃক্ততা না থাকায় এটি তাদের মূল্যায়ন কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। পরামর্শকরা সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের কাজের সাথে প্রশিক্ষণ মডিউলের বিষয়ভিত্তিক অসামঞ্জস্যতা লক্ষ করেছেন যা কর্মসূচির উদ্দেশ্য পূরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।

- **প্রশিক্ষণ ও কাজে সমন্বয়হীনতা**

কর্মসূচিতে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ও কাজের সমন্বয়হীনতা কর্মসূচির কার্যকরতা নষ্ট করেছে এবং এটা অংশগ্রহণমূলক হয়নি। দেখা গেছে, সুবিধাভোগীদের এক বিষয়ের মডিউলের ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে অন্য খাতের কাজে সম্পৃক্ত করা হয়। যেমন শিক্ষা বিষয়ক মডিউলে প্রশিক্ষণ না দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কর্মসূচিভুক্ত সুবিধাভোগীদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি প্রদানের উল্লেখ থাকলেও কলেজ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেখানে তাদের উচ্চ মাধ্যমিকের শ্রেণিগুলোতে ক্লাস নিতে হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকের শ্রেণিগুলোতে ক্লাস নেওয়ার জন্য সুবিধাভোগীদের বিশেষায়িত কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না।

- **প্রশিক্ষক নিয়োগে নীতিমালার অভাব**

কর্মসূচিতে অতিথি প্রশিক্ষক নির্বাচনে এবং ক্লাস নেওয়া বিষয়ক নীতিমালা না থাকায় সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। দলীয় বিবেচনা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অতিথি প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে। অতিথি প্রশিক্ষক (বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, সমসাময়িক বিষয়ক প্রশিক্ষক) নির্বাচনে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও দলীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রশিক্ষক সর্বমোট কয়টি ক্লাস নিতে পারবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা না থাকায় কোনো কোনো প্রশিক্ষক মোট সম্মানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাত্রাতিরিক্ত ক্লাস নিয়েছেন বলে জানা যায়। একজন প্রশিক্ষকের অনেকগুলো ক্লাস নেওয়ায় প্রশিক্ষণের মান হ্রাস পেয়েছে ও অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ ও অনাগ্রহ লক্ষ করা গেছে।

গবেষণা তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের কর্মভাতা বিলম্বে প্রদান করা হলেও প্রশিক্ষকদের সম্মানী প্রদানে বিলম্বের ঘটনা ঘটেনি। একটি জেলায় প্রশিক্ষণের জন্য মোট ২৯২ জন প্রশিক্ষক নিয়োজিত ছিলেন। প্রত্যেক ব্যাচে ১০টি মডিউলে ১৩৮টি করে সকাল-বিকাল অন্তত ৯০টি ভেন্যুতে মোট প্রায় ১২ হাজার ৪২০টি সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৪টি ব্যাচে মোট সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪৯ হাজার ৬শ ৮০টি। এ হিসেবে শুধু সম্মানীবাবদ মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। ব্যবস্থাপনা ও আনুষঙ্গিকসহ এ খাতে মোট ব্যয় ৩ কোটি টাকার বেশি।

বক্স ২:

নীতিমালার অভাবে অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ

গবেষণা তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে, একজন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ বাবদ ৩,৮৮,০০০ টাকা উত্তোলন (প্রতি ক্লাস বাবদ ৫০০ টাকা) করেছেন। এ হিসাবে তার সর্বমোট প্রশিক্ষণ ক্লাস নেওয়ার পরিমাণ ৭৭৬টি। দিনে মোট ৮টি ক্লাস হলে মোট ৯৮ দিন তাকে ক্লাস নিতে হয়েছে। জানা যায়, তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সূত্রঃ মুখ্য তথ্যদাতা।

▪ বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের অভাব

উপজেলার গ্রামে-গঞ্জে জননিরাপত্তা, জনসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, ট্রাফিক আইন এবং মৌলিক আইন বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য কম্যুনিটি পুলিশ হিসেবে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সংযুক্তি দেওয়া হয়েছে। এ খাতটি একটি বিশেষায়িত খাত। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ মডিউলে এ সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকলেও এর পাশাপাশি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ যেমন আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ কৌশল, নিরাপত্তা প্রদানের জন্য বিশেষ কৌশল প্রয়োগ ও ব্যবহার ইত্যাদি প্রদান করা প্রয়োজন থাকলেও তা দেওয়া হয়নি।

বক্স ৩: জননিরাপত্তা খাতে কাজের অভিজ্ঞতা: 'বিপদ দেখলে লুকিয়ে পড়বে'

এ খাতটি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সম্পর্কিত। জানা যায়, অন্য খাতের কাজ হতে এ খাতের কাজ কিছুটা ভিন্ন। অন্য খাতে প্রতিদিন কর্ম প্রতিষ্ঠানে যাওয়া ও কাজ করার জন্য দায়বদ্ধতা থাকলেও এখাতে কাজ করতে হয় সপ্তাহে দুই দিন করে মাসে আটদিন তবে রাতের বেলায়। এ খাতে সুবিধা হল দিনের বেলা ফ্রি পাওয়া যায়, পড়াশোনারও কোনো সমস্যা হয় না। রাতের বেলায়ও তাদের কাজ দেখার বিষয়টা অনেকটাই শিথিল। রাতের বেলা তাদের যে কাজ করতে হয় তা হল বিভিন্ন স্পটে দাঁড়িয়ে থেকে পাহারা দেওয়া। উল্লেখ্য, এ কাজে তাদের জন্য পরিচয়পত্র, পোশাক, অস্ত্র কিছুই নেই। কাজের ক্ষেত্রে তাদের জন্য নির্দেশনা হলো, 'যখনই কোনো অপরাধ বা ঝামেলা দেখবে পুলিশকে জানাবে, নয়তো লুকিয়ে পড়বে।' সূত্র: মুখ্য তথ্যদাতা

▪ প্রশিক্ষণ কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক না হওয়া

শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তরভিত্তিক (এসএসসি থেকে স্নাতকোত্তর) প্রশিক্ষণ না থাকা ও বড় গ্রুপে (১৫০ জন) প্রশিক্ষণ হওয়ায় তা কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক ছিল না। ক্ষেত্রবিশেষে প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতাবিহীন প্রশিক্ষক দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া প্রশিক্ষকদের জ্ঞানের স্বল্পতা, ভুল তথ্য ও ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে। সুবিধাভোগী বেশি হওয়ায় কম্পিউটার ব্যবহার করার সুযোগ প্রশিক্ষণে ছিল না। প্রায় ৩০-৪০ জন একটি কম্পিউটারের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ায় তা অংশগ্রহণমূলক হয়নি। এছাড়া প্রশিক্ষণ ক্লাসে কোনো ধরনের লেকচার শিট দেওয়া হয়নি।

খ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

▪ প্রশিক্ষকদের দায়িত্বে অবহেলা ও অনিয়ম

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষকদের মধ্যে দায়িত্বে অবহেলা লক্ষ করা যায়। প্রশিক্ষণে নির্ধারিত ব্যক্তির পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষকদের প্রস্তুতি না নিয়ে ক্লাসে আসার মতো তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া প্রশিক্ষকরা স্বীয় প্রতিষ্ঠানের কাজ বাদ দিয়ে অধিক ক্লাস নেওয়ায় প্রশিক্ষণের মানহ্রাস পেয়েছে এবং সুবিধাভোগীদের মধ্যে প্রশিক্ষণের প্রতি অনাগ্রহ লক্ষ করা গেছে।

▪ স্বজনপ্রীতির কারণে প্রশিক্ষণে বিঘ্ন সৃষ্টি

দলীয় প্রভাবের কারণে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণে আগ্রহের অভাব লক্ষ করা গেছে। স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সুবিধাভোগীরা প্রশিক্ষণে না থেকে শুধু স্বাক্ষর করে অংশগ্রহণ করায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ আংশিক থাকায় তারা সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ ও পাঠ্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল না। ক্ষেত্রবিশেষে দলীয় কর্মীদের দলীয় কাজে ব্যস্ততা থাকায় তারা সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে অনাগ্রহী ছিল। অন্যান্য নিয়মিত সুবিধাভোগীরা এটিকে তাদের প্রশিক্ষণে অনাহুত ও অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করেছে বলে জানান। এছাড়া অতিথি প্রশিক্ষক নির্বাচনে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও দলীয় বিবেচনা কাজ করা তথ্য পাওয়া যায়।

▪ লজিস্টিক ক্রয় ও ব্যবহারে অনিয়ম

কর্মসূচির জন্য লজিস্টিক ক্রয় করা সত্ত্বেও ব্যবহার না করায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আকর্ষণীয় ও কার্যকর হয়নি। লজিস্টিকের মধ্যে জেনারেটর ও ফটোকপিয়ার ক্রয় করা হয়েছে কিন্তু তেল বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ব্যয় বরাদ্দ না থাকায় এটি ব্যবহার করা হয়নি। এগুলো পরবর্তীতে কর্মসূচি শেষ হওয়ার আগেই অন্য কর্মসূচিতে হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া কম্পিউটার দেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। প্রজেক্টর ও স্ক্রিন দেওয়া হলেও সেগুলো ব্যবহার করা হয়নি।

৩.৪ নিয়োগ প্রক্রিয়া

ক) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা

কর্মসূচিতে সুবিধাভোগীদের পছন্দনীয় (৩টি) প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি দেওয়ার বিষয়টি নীতিমালায় উল্লেখ থাকলেও সে অনুসারে নিয়োগ না দেওয়ায় কর্মসূচির কার্যকরতা হারায় বলে তথ্য প্রদানকারীরা জানান। এতে সংযুক্তি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবার মানের ওপরেও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সুবিধাভোগীদের এমন প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত করা হয়েছে যে খাতে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। প্রথম দিকের ব্যাচে নিয়ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট উপজেলার নিকটবর্তী প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি প্রদান করে পরবর্তীতে দূরবর্তী প্রতিষ্ঠানে বদলি করে দেওয়া হয়। কর্মপ্রতিষ্ঠান বদলের কারণে যাতায়াতে দূরত্ব বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্ব না দেওয়ায় সুবিধাভোগীদের মধ্যে ক্ষোভ ও কাজে অনীহা প্রকাশ পেয়েছে। দূরবর্তী প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি দেওয়ায় তাদের দৈনিক যাতায়াত ভাতা ৫০-৬০ টাকা বৃদ্ধি পায়, যা পরবর্তীতে সমন্বয় না করায় বর্ধিত যাতায়াত ভাড়ার কারণে যাদেরকে দূরবর্তী প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া হয় তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বক্স ৪: প্রকৃত বেকাররা কি সুযোগ পেয়েছে?

ন্যাশনাল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য যখন আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছিল তখন এলাকার অনেক প্রকৃত যুবক কেবল অসচেতনতার কারণে আবেদন করেনি। পরবর্তীতে তারা এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্যের নিকট অনুরোধ জানান, তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে শুধু কুড়িগ্রাম জেলায় বাদ পড়া যুবদের অন্তর্ভুক্তির জন্য ২৩ জানুয়ারি ২০১১ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পুনরায় দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখের মধ্যে ৫৮ হাজার ২৮১টি আবেদনপত্র জমার পড়ে। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর ৪৩ হাজার ৭০৩ জনের আবেদন যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনা না পাওয়ায় আবেদনকারীর প্রশিক্ষণ অথবা সংযুক্তি প্রদান করা হয়নি। এর মাধ্যমে আবেদনকারীদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা সৃষ্টি হয়েছে ও আর্থিক অনিয়মের সুযোগ তৈরি হয়েছে। সর্বোপরি, এ সরকারি বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করা হয়েছে। সূত্রঃ জেলা যুব কার্যালয়

খ) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির মধ্যে প্রথম দিকের ব্যাচে সুযোগ পাওয়ার জন্য রাজনৈতিক ও স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা তদবির লক্ষ করা যায়। পছন্দনীয় জায়গায় কর্মসংস্থান পাওয়ার জন্য টাকা দেওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া পাইলটিং এলাকায় কর্মসূচি সম্প্রসারণের সুযোগ না থাকলেও নতুনভাবে আবেদনপত্র গ্রহণ করা ও সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে।

কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য একটি জেলায় আগ্রহী বেকার যুব ও যুব মহিলাদের নিকট থেকে জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ১৫ নভেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২৫ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত সময়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দিয়ে নির্ধারিত ফরমে ১৮-৩৫ বছর বয়সী ন্যূনতম এসএসসি পাশ সব শিক্ষিত ব্যক্তির ওপর জরিপ করা হয়। প্রাপ্ত আবেদনপত্র ও জরিপের মাধ্যমে বাছাই শেষে জেলায় মোট ৩১,৭৪৭ জনকে ন্যাশনাল সার্ভিসের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়। সরকারি জরিপকৃত বেকারের সংখ্যা পাওয়া যায় ৩১,৭৪৭ জন, বিজ্ঞাপন পরবর্তীতে প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা ৩৫,০১৩, চূড়ান্ত বাছাইয়ে নির্বাচিত বেকারের সংখ্যা ৩১,৬২০, প্রশিক্ষণ শুরুকারীর সংখ্যা ৩০,৫৪১, প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী ও সংযুক্তি প্রদানের সংখ্যা ২৯,৮১৫। কর্মসূচি শেষ হওয়ার পরে আবার আবেদপত্র আহ্বান করার মাধ্যমে কর্মসূচির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ও পরিকল্পনার সাথে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩.৫ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

ক) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা

- **অনিয়মিত ভাতা**

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির অন্যতম সীমাবদ্ধতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সুবিধাভোগীদের নিয়মিতভাবে মাসিকহারে ভাতা দিতে না পারা। বছরে তিনবার বরাদ্দ আসার কারণে সুবিধাভোগীরা পাঁচ থেকে সাত মাস পর পর কর্মভাতা পেয়েছে। কর্মভাতার বরাদ্দ বিলম্বে আসার কারণে ব্যাংকে জমানো টাকার ওপর ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সুদ সম্পূর্ণ প্রদান করেনি এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনেক সুবিধাভোগী সুদের অর্থ কম পেয়েছে। কর্মভাতা হতে কেটে রাখা টাকা যা কর্মসূচি শেষ হওয়ার পর পাওয়ার কথা সেই সঞ্চয়ের জমানো টাকাও সুবিধাভোগীরা ব্যাংক হতে কম পেয়েছে।

খ) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

▪ ক্ষমতার অপব্যবহার

বিভিন্ন পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই, সুবিধাভোগী নির্বাচন, জনবল ব্যবস্থাপনা (নিয়োগ, বদলি, বাতিল), পরামর্শক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মবণ্টন করা ও আর্থিক বিষয়াবলীতে হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়।

▪ বাস্তবায়ন ও তদারকিতে গাফিলতি

কর্মসূচির বাস্তবায়নে যেসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া হয় সেখানে সুনির্দিষ্ট কারও দায়িত্ব না থাকার কারণে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকিতে গাফিলতি লক্ষ করা যায়। সঠিকভাবে কাজে না লাগিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে তাদের কাজ সম্পর্কে মাসিক প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সমন্বয় কমিটি ও তদারকি কাজে গাফিলতির কারণে সরকারি রাজস্ব অর্থ বাড়িতে বসেই অংশগ্রহণকারীরা ভোগ করেছে। সর্বোপরি, কর্মসূচিতে সমন্বয় কমিটিগুলোর কার্যকরতা ও সক্রিয়তার অভাব ছিল। ক্ষেত্রবিশেষে পরিদর্শন না করে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।

▪ পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম

পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। উচ্চতর ডিগ্রি ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি পরামর্শক পদে অংশগ্রহণ করলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কর্মসূচির পরিকল্পনার সময় পরামর্শক নিয়োগ দেওয়ার কথা থাকলেও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কর্মসূচি শুরুর অনেক পরে। এছাড়া, একজন পরামর্শক দুই বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি নীতিমালায় উল্লেখ থাকলেও দুই বছরের বেশি সময়ে তাদের নিয়োগ বহাল রাখা হয়েছে।

▪ তদারকি প্রক্রিয়ায় একক কোনো ফরমেট বা নীতিমালা না থাকায় দায়িত্বে অবহেলা

কর্মসূচির তদারকি কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত পরামর্শকদের সুপারিশ ও মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। একজন পরামর্শকের পক্ষে জেলার মোট অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির কাজ ও সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানে তাদের কার্যক্রম পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। তারা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে পরিদর্শন করেন এবং প্রতিবেদন প্রদান করেন। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে পরামর্শকের ওপর বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের চাপ থাকায় অল্পসংখ্যক পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদান করেন। এছাড়া কর্মসূচি পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কোনো ফরমেট বা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। পরামর্শকদের ব্যবহারের জন্য একক কোনো ফরমেট বা নীতিমালা ছিল না। তাদের মতে, তাদের প্রদত্ত প্রতিবেদন ও বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

▪ অপ্রতুল তদারকি কার্যক্রম

কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিলে সেখানে পরামর্শকরা পরিদর্শনে যান এবং কার্যক্রম মূল্যায়ন করেন এবং কোনো সমস্যা দেখা দিলে সমাধান করেন। কর্মসূচিটির দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা থাকলেও অভিজ্ঞ ব্যক্তি দিয়ে কর্মসূচিটির পরীবিক্ষণ করা হয়নি। শুধুমাত্র নিজেদের উদ্যোগে পছন্দনীয় প্রতিষ্ঠান দিয়ে পরীবিক্ষণ করা হলেও বাস্তবে কর্মসূচির বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। এ কর্মসূচি তত্ত্বাবধান করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্মসূচি পরবর্তী তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত জমানো টাকা দিয়ে অংশগ্রহণকারীরা কী ধরনের কাজে সম্পৃক্ত হয়েছেন বা স্বাবলম্বী হওয়ার বা দক্ষতা কাজে লাগানোর মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়নি, এতে কর্মসূচির কার্যকরতা ও দায়বদ্ধতা ব্যাহত হয়।

▪ কাজ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও ব্যক্তির ধরণভেদে পার্থক্য ও বৈষম্য

সুবিধাভোগীদের কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানভেদে পার্থক্য ও বৈষম্য লক্ষ করা গেছে। যেসব প্রতিষ্ঠানে স্বল্পসংখ্যক সুবিধাভোগী অংশগ্রহণ করেছে সেখানে সবাইকে কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। এক প্রতিষ্ঠানে অনেক লোক সংযুক্তি প্রদান করায় এবং কাজ না থাকায় কাজ শেখানো বা কাজে লাগানোর সুযোগ ছিল না। এক প্রতিষ্ঠানে অধিক সংখ্যক (১৫০-২০০) সুবিধাভোগী থাকায় সবার প্রতি সমানভাবে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির ভিন্নতা অনুসারে কাজের সময়সীমা পরিবর্তিত হওয়ায় সুবিধাভোগীদের কেউ কেউ অধিক লাভবান ও অনেকে তুলনামূলকভাবে কম লাভবান হয়েছে। অর্থাৎ কেউ দায়িত্বের অধিক কাজ করেছেন, অন্যদিকে কেউ কোনো কাজেই সম্পৃক্ত হননি। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দলীয় বিবেচনায় সুবিধাপ্রাপ্তরা এ ধরনের সুযোগ বেশি নিয়েছেন যার কারণে সার্বিক কর্মপরিবেশে বৈষম্য বিরাজ করেছে।

▪ কর্মসূচি সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সম্যক ধারণার অভাব

কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যক্রম ও সুশাসনের ঘাটতি সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সম্যক ধারণার অভাব লক্ষ করা গেছে। পাইলটিং হিসেবে এ কর্মসূচিতে তিনটি জেলায় পরামর্শক নিয়োগ করা হয় তিনজন। কিন্তু গোপালগঞ্জ জেলার পরামর্শক নিয়োগ-পরবর্তী সময়ে অব্যাহতি নেন। গোপালগঞ্জ জেলার পরামর্শকের অনুপস্থিতিতে জেলায় তদারকির কাজ জেলা প্রশাসক দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত নন বলে জানান।

চিত্র ৩.৩: সরকারি প্রতিষ্ঠানে সেবা না দিয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি

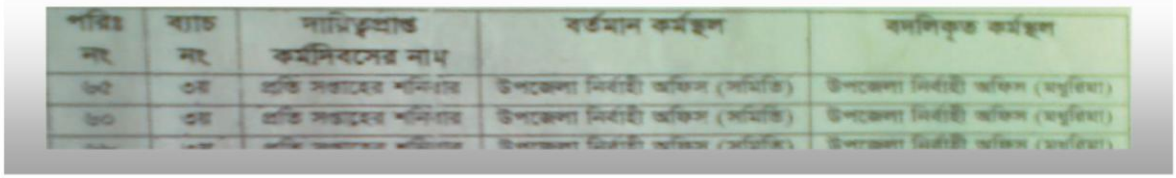

পরিঃ নং	ব্যাচ নং	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মদিবসের নাম	বর্তমান কর্মস্থল	বদলিকৃত কর্মস্থল
[illegible]	৩য়	প্রতি সপ্তাহের শনিবার	উপজেলা নির্বাহী অফিস (সমিতি)	উপজেলা নির্বাহী অফিস ([illegible])
৬০	৩য়	প্রতি সপ্তাহের শনিবার	উপজেলা নির্বাহী অফিস (সমিতি)	উপজেলা নির্বাহী অফিস ([illegible])

▪ রাজস্ব খাতের প্রদত্ত অর্থ ব্যয় করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি

সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থ ব্যয় করে বেসরকারি পর্যায়ের সমিতিতে কাজ করানো হয়েছে বলে দেখা যায়। সুবিধাভোগীরা একত্রিত হয়ে কর্মসূচি পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে সমিতি না করে কর্মসূচি চলাকালীন সময়ে করেছে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসে নিযুক্তি পেয়ে তারা কাজ করেছে তাদের গড়ে তোলা সম্পূর্ণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাও এ কাজে সহযোগিতা করে নীতিমালা বহির্ভূত কাজ করেছেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সরকারিভাবে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

▪ কাজ না করেও কর্মভাতা গ্রহণ

এ কর্মসূচিতে অনেক সুবিধাভোগী দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে ও অনুপস্থিত থেকে এবং কাজ না করেও কর্মভাতা গ্রহণ করেছে। কাজ না থাকলেও প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এতে স্বাভাবিক কাজের পরিবেশ নষ্ট হয়েছে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সর্বসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হয়েছে যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মহীন, কাজ না করেও সরকারি অর্থ পাওয়া যায়। সর্বোপরি, সুবিধাভোগীদের মধ্যে কর্মস্পৃহা হ্রাস পেয়েছে।

▪ প্রতিষ্ঠানের সাথে বোঝাপড়া করে অনিয়ম

সুবিধাভোগীদের মধ্যে যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি পেয়েছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের শারীরিক নির্যাতন করেছে এবং তা জানার পরও তাদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রতিষ্ঠানের সাথে বোঝাপড়ার মাধ্যমে কর্মকালীন সময়ে নিয়মিত অনুপস্থিত ছিল অনেক সুবিধাভোগী। নিয়মিতভাবে অনুপস্থিত থাকার (সাতদিনের বেশি) পরও অভিযোগ করা হয়নি বরং হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর দিয়ে উপস্থিত হিসেবে দেখানো হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পরিদর্শনে গিয়ে প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত না পেয়ে জানতে চাইলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিষয়টি গোপন রাখা হয়। বসা ও দাঁড়ানোর জায়গা না থাকায় সুবিধাভোগীদের বাড়ি চলে যেতে বলা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা নিজের কাজে অবহেলা করেছে ও কর্মসূচির কর্মী দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছে। সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সুবিধাভোগীদের প্রতি নেতিবাচক আচরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া

বক্স ৫: ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মীর শিক্ষাদান পদ্ধতি ও নিয়মিত শিক্ষকের আচরণ

'জীবনের প্রথম পরীক্ষাতেই অংশগ্রহণ করতে পারল না শিক্ষার্থী। শিক্ষকের বেত্রাঘাতে রক্তাক্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো তাকে। মাথায় কয়েকটি সেলাই লেগেছে।' অমানবিক নির্যাতনের শিকার ছয় বছরের এ মেয়েটি কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার একটি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থী। প্রথম সাময়িক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বিদ্যালয়ে গেলে পরীক্ষা শুরুর পূর্বে শ্রেণীকক্ষে বসে শিশুরা চিৎকার-চেঁচামেচি আর দুষ্টুমি করছিল আর এতে ক্ষিপ্ত হয়ে শিক্ষক বেত দিয়ে প্রচণ্ডভাবে মাথায় আঘাত করেন। এতে তার মাথা কেটে যায় আর রক্তক্ষরণ হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে অবস্থা সংকটাপন্ন দেখে রংপুরে স্থানান্তর করে। চিকিৎসক জানান, মেয়েটির অবস্থা খুব খারাপ। মাথার ক্ষত অনেক বড় এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায় মেয়েটি ঝুঁকিতে আছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রভাবশালী নেতা হওয়ায় বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসেন না এবং ন্যাশনাল সার্ভিসের কর্মীরাই ক্লাস নেন। অভিভাবকরা বলেন, ন্যাশনাল সার্ভিসের কর্মীরা নিয়মিত শিক্ষার্থীদের শারীরিক নির্যাতন করেন। সূত্র: 'দুষ্টুমির এই শাস্তি!', *প্রথম আলো*, ২২ এপ্রিল ২০১২।

গেছে, তারা কর্মসূচির কর্মীদের শ্রমিক হিসেবে আচরণ করেছে এবং অসম্মান প্রদর্শন করে হেয় করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিসের কর্মীদের প্রতিষ্ঠানের বাইরে বসিয়ে রাখা হয়েছে এবং কাজ দেওয়া হয়নি।

▪ **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় অনিয়ম**

অনেক সুবিধাভোগী তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে না জানিয়ে এবং ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় (মূল সনদপত্র ফেরত দিয়ে) পড়াশোনার বিষয় গোপন রেখে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মূল সনদ জমা থাকলেও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান প্রধান শিক্ষার্থীদের হাতে সেগুলো তুলে দিয়েছে যাতে প্রমাণ করা যায়, সে শিক্ষার্থী নয়। এ কাজে ভুয়া প্রত্যয়নপত্র সরবরাহ করে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদও সহযোগিতা করেছে বলে জানা যায়।

▪ **তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য প্রকাশ**

কর্মসূচি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ না থাকায় এবং কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ না থাকায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়নি। কর্মসূচিটির সুবিধাভোগী ব্যক্তি সম্পর্কে কোন ডাটাবেজ অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয়ের কাছে পাওয়া যায়নি। মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর থেকে জানা গেছে বিষয়টি এখনো প্রক্রিয়াধীন।[১৮] ওয়েবসাইটে সামান্য কিছু প্রাথমিক তথ্য দেওয়া থাকলেও সুবিধাভোগীদের সম্পর্কে কোনো তথ্য সেখানে পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, অনেকের মতে 'এই কর্মসূচিটিতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের তেমন কোনো কাজে লাগানো যায়নি, কাজ না করেই তারা কর্মভাতা নিয়েছে, তাদেরকে দিয়েই ডাটাবেজের কাজটি স্বল্প সময়ে করানো সম্ভব হতো, কিন্তু এই ডাটাবেজের কাজ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দিয়ে অর্থ খরচ করে করা হচ্ছে।' এছাড়া ওয়েবসাইটে কর্মসূচির প্রস্তাবনা, নিরীক্ষা প্রতিবেদন বা কার্যক্রম সম্পর্কে মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পাদনকৃত অফিসগুলোর তথ্য ঘাটতি ও সমন্বয়হীনতা থাকায় বাস্তবায়ন কার্যক্রমে বিভ্রান্তি (সুবিধাভোগীদের ভীতি) কাজ করেছে।

৩.৬ আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি

যোগ্যতার শর্ত পূরণ না হওয়া সত্ত্বেও জালিয়াতি করে অন্তর্ভুক্তির জন্য অর্থ আদায় করা হয়েছে। যোগ্যতার শর্ত পূরণ হওয়ার পরও অর্থ আদায় করা হয়েছে যেখানে সুবিধাভোগীদের পক্ষ থেকে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিনিয়োগ হিসেবে দেখা হয়েছে। এছাড়া অনিশ্চয়তা দূর করে নিশ্চিত চাকুরি লাভের জন্য অর্থ প্রদান ("বুকিং মানি") এবং কর্মসূচির সরকারি বিজ্ঞাপন প্রদানের পর আবেদন না করে থাকলেও পরবর্তীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে উপস্থিত থাকার পরও প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ টাকা না পাওয়া, স্বাক্ষরের সময়ের লিখিত অংকের চেয়ে কম অর্থ পাওয়া, অনুপস্থিত থেকেও প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ টাকা পাওয়া (দলীয় বিবেচনা) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য (চিত্র ৩.৪)।

চিত্র ৩.৪: নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ লেনদেন ও পরিমাণ (টাকা)

অন্তর্ভুক্তির জন্য অগ্রিম আদায়	১০,০০০-২০,০০০
প্রশিক্ষণের মোট ভাতা ৯০০০ থেকে কম পাওয়া	১,০০০-২,০০০
পছন্দের প্রতিষ্ঠানের বদলির জন্য আদায়	১,০০০-২,০০০
স্ট্যাম্পের জন্য নির্ধারিত অর্থের চেয়ে বেশি আদায়	৫-১৫
সুদসহ সঞ্চয়ের অর্থ ৫০০০০ থেকে কম পাওয়া	৩,০০০-৫,০০০
পাইলটিং এলাকায় পুনরায় নতুন কার্যক্রম শুরু হবে এজন্য আদায়	১০,০০০-১৫,০০০
বাধ্যতামূলক চাঁদা (১টি উপজেলায়)	১০০

- **জাল কাগজপত্র ও সনদ তৈরির জন্য অর্থের লেনদেন**
- **অনিয়ম গোপন রাখার জন্য উপঢৌকন ও অর্থের লেনদেন**

এছাড়া জাল কাগজপত্র ও সনদ তৈরির জন্য এবং অনিয়ম গোপন রাখার জন্য অর্থের লেনদেন হয়েছে। আর্থিক লেনদেন না করার জন্য সরকারিভাবে মাইকিং করা হলেও সুবিধাভোগীরা বিভিন্ন প্রলোভনে (স্থায়ী হবে, কর্মসময় বৃদ্ধি পাবে, অন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে, বিদেশ প্রেরণ করবে) কর্মসূচিতে আর্থিক লেনদেন করেছে। তথ্যদাতাদের মতে, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিরা বিভিন্ন ধরনের আর্থিক অনিয়মের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। একটি জেলায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার

[১৮] যুব অধিদপ্তর থেকে মে, ২০১৩ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য।

অনুমোদনক্রমে জমানো অর্থ কর্মকালীন সময় শেষ হওয়ার আগে নীতিমালা লঙ্ঘন করে সুবিধাভোগীদের উত্তোলনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

কর্মসূচি সমাপ্ত হওয়ার পর সুদসহ জমানো টাকা পাওয়ার নিয়ম থাকলেও সুদ না পাওয়া, ব্যাংকে কেটে রাখার নিয়ম না থাকলেও টাকা কেটে রাখা (কয়েকটি স্থানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে কর্তন না করা), অনুপস্থিতির জন্য টাকা কেটে রাখার নিয়ম থাকলেও সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে খুশি রেখে অনুপস্থিতির জন্য টাকা কর্তন বন্ধ রাখা (মাসে একবার হাজিরা দেওয়া), সুবিধাভোগীদের জন্য কারও সুপারিশ না থাকলে কর্মভাতা প্রদানে বিলম্ব, কর্মভাতার টাকা সুবিধাভোগীদের প্রদানের জন্য প্রভাবশালী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তৎপরতায় আগে পাওয়া, সম্পূর্ণ টাকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়, নিয়মিত উপস্থিত থাকার পরও নির্ধারিত কর্মভাতার চেয়ে কম পাওয়া, এবং স্ট্যাম্পের জন্য নির্ধারিত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত টাকা দেওয়ার বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে।

বক্স ৬: যৌতুক বৃদ্ধি

দারিদ্র পিড়িত জেলাগুলো পাইলটিং এর জন্য নেওয়া হলে দেখা যায়, এর মধ্যে একটি জেলায় যৌতুক নেওয়ার প্রবণতা ও পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে সরকারি চাকুরিজীবী জামাইকে একটি মোটরসাইকেল যৌতুক হিসেবে দেওয়া খারাপ কিছু না ভেবে যৌতুক হিসেবে দিয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিসের নাম ভাঙ্গিয়ে এক শ্রেণীর প্রতারক এ ধরনের দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে। অন্য আরেক যুবক সরকারি চাকুরীজীবী হিসেবে বিয়ের জন্য পাশের জেলায় গিয়ে ৪ লক্ষ টাকা যৌতুক নেওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সূত্র: মুখ্য তথ্যদাতা

৩.৭ বাস্তবায়নে অংশীজনের অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র ও ধরন

কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশীজনের অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র ও ধরন পর্যালোচনায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, যুব কার্যালয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্য, পরামর্শক, অংশীজন এবং দালাল শ্রেণি, স্থানীয় নেতা, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ গ্রহণ এবং যোগসাজশের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বাস্তবায়নে অংশীজনের অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র ও ধরনগুলোর মধ্যে কর্মসূচির পরিকল্পনা, সুবিধাভোগী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, নিয়োগ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, কাজ না দেওয়া ও কাজে না লাগানো, নিজের কাজে ফাঁকি, কমিটিগুলো প্রয়োজনীয় সংখ্যক সভা না করা, অকার্যকর সভা, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে দায়িত্বে অবহেলা, তদারকি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে দায়িত্বে অবহেলা, ভুয়া কাগজপত্র ব্যবহার, প্রকৃত বেকার না হয়েও অংশগ্রহণের সুযোগ গ্রহণ এবং কাজ না করে কর্মভাতা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া নিয়ম-বহির্ভূতভাবে তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসাজশ, দলীয় লোক অন্তর্ভুক্তি, বিভিন্ন জাল সনদ তৈরি ও প্রদান করে অনিয়মের সুযোগ গ্রহণ করার অভিযোগ ছিল।

চিত্র ৩.৫: বাস্তবায়নে অংশীজনের অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র ও ধরন

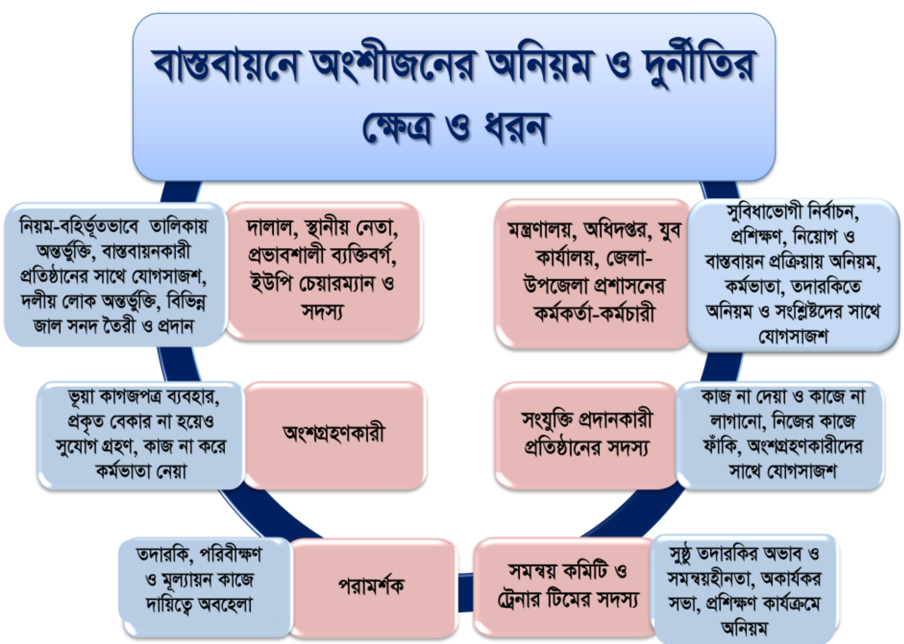

৩.৮ কর্মসূচিতে অনিয়মের কারণ, ফলাফলের ক্ষেত্র এবং প্রভাব

কর্মসূচিতে অনিয়মের কারণগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব, সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, বাস্তবায়ন ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বহীনতা, অর্থ সংকট, শর্ত বা নীতিমালা লঙ্ঘন, তথ্য সরবরাহে ঘাটতি উল্লেখযোগ্য, যার ফলে এলাকা নির্বাচনে অস্বচ্ছতা, সুবিধাভোগী নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার, প্রশিক্ষণে অনিয়ম, অপরিকল্পিত অংশগ্রহণ, সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে অবহেলা (কাজে না লাগানো, স্থায়ী কর্মীদের কাজ না করা, অবহেলা করা, অসম্মান দেখানো ইত্যাদি), সুবিধাভোগীদের অনিয়ম ও দুর্নীতি (ভুল তথ্য দিয়ে অংশগ্রহণ, নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেন, দায়িত্বে অবহেলা, উপস্থিত না থেকে ও কাজ না করে কর্মভাতা নেওয়া ইত্যাদি) উদ্ভব ঘটে। কর্মসূচির অনিয়মের ফলে পক্ষপাতিত্বের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে, অর্থের প্রবাহ ও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, কাজ না করে অর্থ পাওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছে, অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, এবং সর্বোপরি কর্মসূচির প্রত্যাশিত সাফল্য হ্রাস পেয়েছে। কর্মসূচিতে অনিয়মের কারণ, ফলাফল ও প্রভাব চিত্রে দেখানো হল (চিত্র ৩.৬)।

চিত্র ৩.৬: অনিয়মের কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

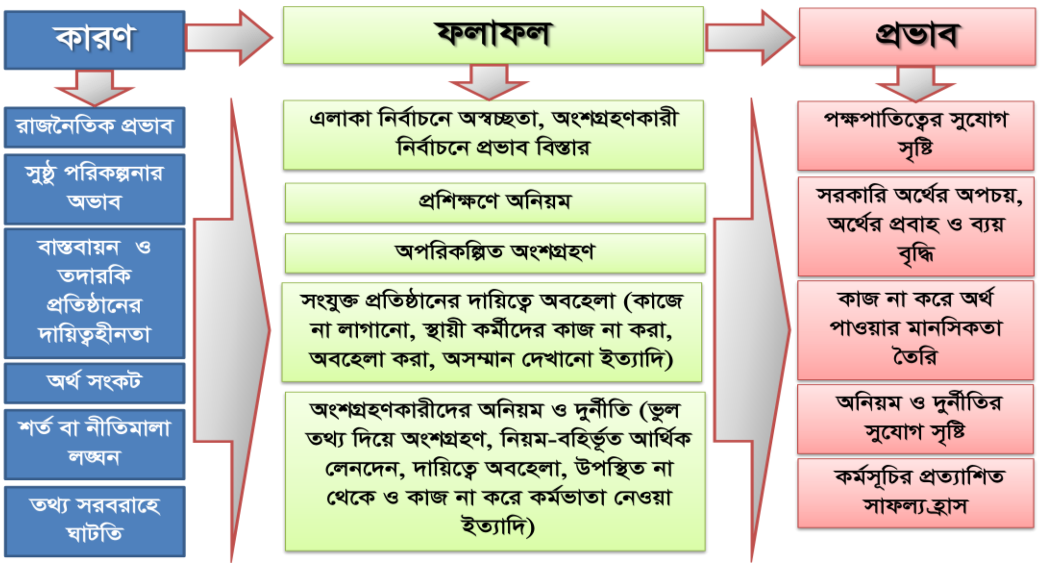

অধ্যায় চার

উপসংহার ও সুপারিশ

৪.১ কর্মসূচি সম্পর্কে সার্বিক পর্যবেক্ষণ

‘ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক গবেষণায় কর্মসূচির কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন চিহ্নিত করা যায়। কর্মসূচিতে সুবিধাভোগীদের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি, সুবিধাভোগীদের সামাজিকভাবে সম্মান ও গুরুত্ব বৃদ্ধি, যুবকদের সংঘবদ্ধ হওয়া ও সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, নারীর অংশগ্রহণ, নারীর বাইরে আসা ও কাজ করার মানসিকতা তৈরি, সরকারি বিভিন্ন বিভাগে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি, সেবার পরিধি ও মান বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার ধরনে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যুবদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন, কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় আর্থিক লেনদেন ও অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি, সুবিধাভোগীর পরিবারে অর্থ সহায়তা বৃদ্ধি, অর্জিত অর্থ সমিতির মাধ্যমে কাজে লাগানো, প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ করে অন্য ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটানো ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ৪.১: মধুরিমা: যুবদের সম্মিলিত উদ্যোগে করা সমিতির দোকান

এছাড়া প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন, বিকল্প আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট ভবিষ্যতে কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি, সরকারি কর্মকর্তাদের সংস্পর্শে প্রশিক্ষণের সুযোগ, সরকারি অফিসে প্রবেশ ও কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলার ভীতি হ্রাসের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীরা ক্ষমতায়িত হয়েছে। তবে শিক্ষার্থীদের এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নিয়ম না থাকলেও এ কর্মসূচির অর্থ দিয়ে সুবিধাভোগীদের চলমান পড়াশোনা এবং পরবর্তীতে পড়াশোনার জন্য কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং সর্বোপরি সুবিধাভোগীদের পরিবার থেকে পড়াশোনার ব্যয় বহন করতে হয়নি।

কর্মসূচি সম্পর্কে সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বেকারত্ব দূরীকরণে এটি একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। তবে প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া ‘সাপ্লাই ড্রিভেন’ হওয়ার কারণে নিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কর্মসূচির সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা যায়। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব ছিল, যার ফলে সরকার পরিবর্তনে কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা, সুবিধাভোগী নিয়ে সরকারের ভবিষ্যত পরিকল্পনার বিষয় সুস্পষ্ট না থাকা, লোকবলের প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করা, বাজেট স্বল্পতা, এবং অর্থ ছাড়ে বিলম্ব হয়েছে। তথ্যের সরবরাহের ঘাটতির কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, ফলে অংশগ্রহণ ও প্রাপ্য সুবিধা প্রাপ্তিতে যোগসাজশ ও ক্ষেত্রবিশেষে জোরপূর্বক দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বিনিময় ঘটেছে। কর্মসূচির কিছু নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব লক্ষ করা যায়, যেমন কর্মসূচির ওপর সুবিধাভোগী/ পরিবারগুলোর আর্থিক নির্ভরতা তৈরি হওয়া, কর্মসূচি শেষ হলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাওয়া, সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধ বৃদ্ধির আশংকা। অর্থের সহজ প্রবাহের ফলে যৌতুক, মাদক ও ঋণগ্রস্ততার মতো কিছু সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ বাদ দিয়ে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির কারণে শিক্ষার ক্ষেত্রে ঝরে পড়া, কর্মকালীন সময়ে পড়াশোনা বন্ধ রাখার মতো নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য সরকারের সাথে চুক্তিতে বলা হয়েছে, এটি সরকারের একটি সাময়িক ও অস্থায়ী কর্মসংস্থান। এই নিয়োগে সরকারি চাকুরি পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করবে না এটি স্পষ্টভাবে নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে। আইনত দাবি করার অধিকার না থাকলেও সুবিধাভোগীরা স্থায়ীকরণের জন্য ইতোমধ্যে ঘেরাও কর্মসূচি ও স্মারকলিপি জেলা প্রশাসক বরাবর প্রদান করেছে। এছাড়া কর্মসূচিভুক্ত জেলায় স্থায়ীকরণের জন্য মানববন্ধন করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সুপারিশ নিম্নরূপ:

৪.২ সুপারিশ

ক) পরিকল্পনা সংক্রান্ত

১. ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্প্রসারণের পূর্বে পাইলটিং পর্যায়ের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি কর্মসূচির সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব এবং চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিয়ে সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

২. সুবিধাভোগীদের প্রাপ্য মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ অন্যান্য সুবিধা সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৩. বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে (আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান) সংযুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণসহ সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রণয়ন করতে হবে।

৪. অংশগ্রহণকারী সুবিধাভোগীদের কর্মসূচির মেয়াদ-পরবর্তীকালে করণীয় নিয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে। এক্ষেত্রে কর্মসূচির ফলে সৃষ্ট অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশার প্রেক্ষিতে সফল, দক্ষ ও যোগ্যদের পরবর্তীতে সরকারি প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদ থাকা সাপেক্ষে যথানিয়মে নিয়োগের সম্ভাব্যতা বিবেচনায় নিতে হবে। পাশাপাশি সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৫. কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে পরামর্শক পদ কর্মসূচির পূর্ণমেয়াদে রাখতে হবে।

খ) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত

- **এলাকা নির্বাচন**

৬. এলাকা নির্বাচনে দারিদ্র মানচিত্র অনুযায়ী প্রাধান্য নির্ধারণসহ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

- **সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া**

৭. সুবিধাভোগীদের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রকৃত বেকারত্বের মাপকাঠি কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

৮. শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারবে না, কর্মসূচির এ শর্তসহ অন্যান্য নিয়মাবলী কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৯. সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত লোকবলের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে সংযুক্তি প্রদান করতে হবে, যেন কর্মসূচিতে সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব প্রতিহত করা যায়।

- **আর্থিক বিষয়**

১০. পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থছাড় নিশ্চিত করতে হবে।

১১. বাস্তবায়ন পর্যায়ে সুবিধাভোগীদের মাসিক ভাতাসহ সকল ভাতা নিয়মিতভাবে মাসিকভিত্তিতে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

১২. কর্মসময় শেষ হওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্য সঞ্চয়বাবদ সম্পূর্ণ অর্থ সুদসহ প্রদান করতে হবে। সঞ্চয়ের অর্থ অগ্রিম প্রদান করা যাবে না। সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ পরিবীক্ষণ করতে হবে।

১৩. আর্থিক অনিয়ম বন্ধে সমন্বয় কমিটিগুলো সক্রিয় ও কার্যকর করতে হবে।

১৪. কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য অবৈধ আর্থিক লেনদেন বন্ধে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে এবং অভিযুক্তদের অপরাধ প্রমাণ সাপেক্ষে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

- **প্রশিক্ষণ ও পরামর্শক**

১৫. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং এর ভিত্তিতে প্রশিক্ষকদের যোগ্যতা, প্রশিক্ষণের সময়সীমা, শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তরভিত্তিক ও অঞ্চলভিত্তিক সময়বদ্ধ মডিউল থাকবে। প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সকল প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের লেকচার শিট প্রদান করতে হবে।

১৬. প্রশিক্ষক হিসেবে টিম গঠনে বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে যাচাই বাছাই কমিটি তৈরি করতে হবে।

১৭. পরামর্শকদের নিয়োগ ও কাজে পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। পরামর্শকদের তৈরি করা প্রতিবেদনকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- **নৈতিক আচরণবিধি ও অন্যান্য**

১৮. সুবিধাভোগী ও সংযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসহ সকল অংশীজনের ব্যবহারের জন্য কর্মসূচি সংক্রান্ত বিধিমালা, প্রাপ্য অধিকার, করণীয় দায়িত্ব সম্বলিত একটি ম্যানুয়েল বুকলেট আকারে প্রকাশ ও বিতরণ করতে হবে।

১৯. কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সাফল্য ও ব্যর্থতার সূচক নির্ধারণ করে তদনুযায়ী মূল্যায়ন সাপেক্ষে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।

২০. কর্মসূচিটি যুবদের দক্ষতা উন্নয়নে দুইবছর মেয়াদী একটি অস্থায়ী উদ্যোগ। 'এটি সরকারি স্থায়ী কোনো চাকরি নয়' - এবিষয়ে সঠিকভাবে প্রচার করতে হবে, যেন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অযাচিতভাবে অবাস্তব প্রত্যাশা সৃষ্টি না হয়।

২১. সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে সুবিধাভোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি ও উপযুক্ত কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

২২. সর্বোপরি ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির সাথে জড়িত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সুবিধাভোগী, সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রযোজ্য নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে এবং তার কঠোর বাস্তবায়ন করতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ২০০৩ *'জাতীয় যুবনীতি ২০০৩'*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

Statistics Division, Ministry of Planning & Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) 2011 `Report on Labour Force Survey 2010', August, Dhaka, < www. bbs. gov.bd>

http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwep/download/bangladesh.pdf
Central Intelligence Agency 2012,`*The World Fact Book 2012'* Office of Public Affairs, viewed 30 October, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2129.html>.

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যবহৃত ২০০৮,'*বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইশতেহার-২০০৮, দিনবদলের সনদ'*, ঢাকা।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৪, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী *ইশতেহার, শান্তি গণতন্ত্র উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।*

http:/www.moysports.gov.bd/policy-youth.html.

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বছর ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪,'*সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাজেট'*,ঢাকা।

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ২০০৯, *'ন্যাশনাল সার্ভিস: উচ্চ মাধ্যমিক এবং সমপর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন যুবক/যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থান, প্রাথমিক ধারণা পত্র'*, বাংলাদেশ গেজেট,' গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ২০১১, *'ন্যাশনাল সার্ভিস: উচ্চ মাধ্যমিক এবং সমপর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক/যুব মহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান কর্মসূচির বাস্তবায়ন নীতিমালা'*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৩ ফেব্রুয়ারি, ঢাকা।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ২০১০, *'প্রশিক্ষণ পাঠক্রম (মডিউল: ১-১০), ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি'*, ঢাকা।

Hoque, S 2012,`*National Service Programme Evaluation Report'* EADS, Dhaka.

http://www.dyd.gov.bd/nsp.php

The World Bank (WB), Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), World Food Programme (WFP) 2009,`*Updating poverty Maps of Bangladesh'*, Dhaka <http://maps-of-bangladesh.blogspot.com/

Khatun, FK, Islam, T & Nabi, A 2010, `*Executive Summary on Employment Generation for the Hardcore Poor and National Service, Challange of Effective Implementation'*, Centre for policy Dialogue (CPD) Bangladesh, Dhaka.

2010,`Bangladesh, PM Launches Saturday national Servive Pilot Project', NNN-BSS, viewed 5 March, < http:news.brunei.fm/2010/03/05/ Bangladesh-pm-launches-saturday-national-servive-pilot-project'>.

Editorial 2013,`Social Safety Net Programmes falling short, large Percentage of poor left out', *The Daily Star*, 18 January.

Byron, RK, Parvez, S 2012, `5 Lakh more jobless in three Years', *The Daily Star*, 18 January.

2012, *National Service `to create 0.7m jouth jobs', bdnews24.com,* viewed 3 March, <http://www.bdnews24.com/pdetails.php?id=1555192>.

2012, `JS panel to inspect National Service Project', *bdnews24.com, viewed* 3 March, <http://www.bdnews24.com/pdetails.php?id=200153>.

2012,`Bangladesh to introduce an inovative job program for youths'viewed *Asian Tribune,* 22 April, <http://www.asiantribune.com/node/18263>.

'দুষ্টুমির এই শাস্তি!', *প্রথম আলো*, ২২ এপ্রিল, ২০১২।

'সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতে বরাদ্দ কমে গেছে, নেই সুনির্দিষ্ট নীতিমালা', *প্রথম আলো*, ২১ জুন ২০১২।

খান, শ, উদ্দীন, এজ এবং সাহা, সু ২০১২,'ন্যাশনাল সার্ভিস প্রকল্প, ভবিষ্যত নিয়ে শঙ্কায় কর্মীরা', *প্রথম আলো*, ১৪ জুলাই।

আহমেদ, মো. ২০১২, 'মূল্যায়নে সব জেলায় চালুর সুপারিশ, তিন জেলাতেই আটকে আছে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি', *প্রথম আলো*, ৯ ডিসেম্বর, পৃ. ৯।